গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী ॥

বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র—৪ (২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন

তৃতীয় সংস্করণ

বৈষ্ণবরিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ—

১৪০৭ বঙ্গাব্দ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দশহরা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী। শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর
জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ, ☎ : ৫৮৫-০৭৭৫।

২। মহেশ লাইব্রেরী। ২/১ শ্যামচরন দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন—২৪১-৭৪৭৯

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরনী, কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২৪১-১২০৮

ভিক্ষা - কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস * শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির * হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুণায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্য্যটন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি সম্বলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দররূপে প্রকট হইয়া নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করেন। আর সর্ব্ব অবতারের ভক্তবৃন্দকে প্রকট করাইয়া সকলকে ব্রজপ্রেমে বিভাবিত করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সর্ব্ব অবতারের সেই সকল পার্ষদবৃন্দকে প্রকট করাইয়া নিজে লীলাচক্রে বিচরণ করতঃ অপ্রাকৃত লীলা বৈভব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের মহিমা বিদিত করেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা বিজড়িত স্থান গুলি আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি ; মহামহিম তীর্থ ও জাতীয় সভ্যতা-সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল নিদর্শন। সেই সকল তীর্থভূমি গুলি দর্শন, রজঃ স্পর্শন ও মহিমা কীর্ত্তন করতঃ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা বৈচিত্র স্মরণ মনন করিলে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। আর সেই শুদ্ধাভক্তি শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ ভজনের সহায়ক ও বস্তু প্রাপ্তি রূপ শ্রীগৌর গোবিন্দের চিরশাশ্বত সেবা লাভের এক বিশেষ অবলম্বন। তাই প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমশক্তির প্রকাশ ঠাকুর নরোত্তমের বর্ণন যথা—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ॥

শ্রীগৌড় মণ্ডল তথা শ্রীগৌরসুন্দরের পদরেণু বিজড়িত স্থান গুলিকে যাহারা চিন্তামনি ধাম রূপে অনুভব করেন তাহারাই শ্রীরাধা গোবিন্দের নিত্য বিহার ভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাসের সৌভাগ্য লাভ করে। আর গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণকে নিত্য সিদ্ধ জ্ঞান করে তাহারাই ব্রজেন্দ্র সুত অর্থাৎ নন্দনন্দন মুরলী মোহন শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করতঃ সেবানন্দ লাভ করিতে পারে। তাই সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা বিহার স্থান

গুলি আমাদের সমীপে মহামহিম তীর্থ ও শুদ্ধা ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীগৌর গোবিন্দের সেবা সুখ লাভের একমাত্র পাথেয়। তাই সেই সকল সপার্ষদ গৌরসুন্দরের লীলা বিজড়িত মহামহিম তীর্থ গুলির মহিমা বর্ণনের জন্যই এই 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন' গ্রন্থখানির প্রকাশ। ১৩৮২ বঙ্গাব্দে আলোচ্য গ্রন্থ খানির প্রথম প্রকাশ ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ, শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য ও কতিপয় তীর্থের ফটো ও তীর্থের অবস্থিতি বিষয়ক দুইটি প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীখণ্ডবাসী রামগোপাল দাসের শ্রীপাট নির্ণয় ও অভিরাম দাসের শ্রীপাট পর্যটন নামক গ্রন্থদ্বয় পুঁথী হইতে পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থখানি কিছু বর্দ্ধিত করে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ঘটে ১৩৯১বঙ্গাব্দে। ১৪০৫বঙ্গাব্দে গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অধুনা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ ঘটিল। প্রথম খণ্ডে গৌড়মণ্ডলে বিরাজিত তীর্থ গুলির মানচিত্র সহ তীর্থের মহিমা ও ফটো প্রদান করা হইয়াছে। গৌড়মণ্ডল ভ্রমনে গ্রন্থখানি ভক্তবৃন্দের বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ। বর্ত্তমান খণ্ডে বৈষ্ণব তীর্থের অবস্থিতি ভৌগলিক বিবরণ সমন্বিত শ্রীপাট পর্যটন ও শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থদ্বয়, দক্ষিণ পশ্চিম ও ক্ষেত্র লীলার স্থানগুলির মহিমা, শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের তীর্থ ভ্রমণ ও জেলাভিত্তিক বৈষ্ণব তীর্থের তালিকা সহ প্রভৃত ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সুধী ভক্ত মণ্ডলী আমার সর্ব্বাস্বরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জ্জনা করে শ্রীগৌর সুন্দরের লীলা বৈচিত্র উপলব্ধি ও আস্বাদনে তৃপ্ত হইন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির	নিবেদক
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট	শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর	দীন
জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা	কিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

॥ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

● গ্রন্থারম্ভঃ ●

শ্রীশ্রীপাট নির্ণয়

[শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরামগোপাল দাস বিরচিত]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই লীলা অবতার। সাঙ্গোপাঙ্গ-পারিষদ ভুবনে বিস্তার ॥
সিদ্ধস্থান নিত্যস্থান না হয় গণন। অল্পমাত্র লিখি আমি দিগ্ দরশন ॥

নিজ অষ্টধাম আর মহান্তের পাট।
উপশাখা আছেন আর যত সেবার ঠাঁট ॥
অখিল ভুবনে সব বৈষ্ণব বসতি।
দুই চারি স্বদেশে লিখি যে আছে খ্যাতি ॥
ক্ষণার্দ্ধ নিমিষার্দ্ধ বৈষ্ণব বৈসে যেইখানে।
তীর্থ তপোবন বলি লিখয়ে পুরাণে ॥

তথাহি—

ক্ষণার্দ্ধং নিমিষার্দ্ধাং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সাধকা।
স্থান সিদ্ধ মিদং জ্ঞেয়ং তত্তীর্থং তত্তপোবনম্ ॥
যেখানে বৈষ্ণব থাকেন কৃষ্ণকথা গানে।
গঙ্গাদি তীর্থ তাঁহা হয়েন অধিষ্ঠানে ॥

তথাহি—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র যথাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গঃ ॥ ইতি ॥
অতীর্থকে তীর্থ করেন বৈষ্ণব গোঁসাঞিঃ।
অতএব সেই স্থান লিখনে দোষ নাঞিঃ ॥

তথাহি—

তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃত্যা ॥ ইতি ॥

প্রথমে লিখিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধাম।
তবেত লিখিব গোপাল মহান্তের গ্রাম ॥

বৈষ্ণব জন্মাদি বিলাস যেইখানে। সংক্ষেপে কহিব সেই গ্রামের বিধানে ॥
বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা নীলাচল। নবদ্বীপ খড়দহ শান্তিপুর স্থল ॥
কন্টকনগর লয়া কৃষ্ণচৈতন্যের ধাম। ভক্তের সহিত ইহা সদাই বিশ্রাম ॥
চতুর্বিংশতি পাট আগেতে লিখিব। মহাপাট দ্বাদশ আর তাহাই রচিব ॥
এই দুই মহান্ত যাহা পাট কহিয়ে। অনেক বৈষ্ণব যাহা মহাপাট লিখিয়ে ॥
অগ্র পশ্চাতের কিছু নাহিক বিচার। লিখনের ক্রমে লিখি যেমত সুসার ॥
রাঢ়দেশের মধ্যে শ্রীবৈদ্যখণ্ড গ্রাম। মুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দনের ধাম ॥
চিরঞ্জীব সুলোচন কবিরাজ মহানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা পরম আনন্দ ॥
সুরধনী পার গ্রাম অগ্রদ্বীপ নাম। গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান ॥

গোবিন্দ ঘোষ বাসু ঘোষ আর মাধব ঘোষ।
সে স্থান দেখিতে হয় পরম সন্তোষ ॥

নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাড়পুর। বংশীবদন দাস যাঁহা বংশীরসপুর ॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ। মহাপ্রভু স্থান লীলা খেলার তরঙ্গ ॥

তাহার দক্ষিণে গ্রাম অম্বুয়ামুলুক।
চৈতন্য নিত্যানন্দ সেবা দেখিতে মহাসুখ ॥

গৌরীদাস পণ্ডিত তার অনুজ কৃষ্ণদাস। হৃদয় চৈতন্যদাস অনেক প্রকাশ ॥

তাহার পশ্চিমেতে কুলীন গ্রাম নাম।
বসুবংশ রামানন্দাদি যাহাতে অনুপাম্ ॥
মহাপ্রভুর প্রিয় লোক অনেক বসতি।
কৃষ্ণসেবা অনেক আর হরিদাসের স্থিতি ॥

ত্রিবেণীর পার হয় কাঁচরাপাড়াগ্রাম। কৃষ্ণরায় ঠাকুর যাঁহা শ্রবণে অনুপাম ॥
শিবানন্দ সেন আর সেন শ্রীকান্ত। কবি কর্ণপুর আদি ভক্ত একান্ত ॥
তাহার দক্ষিণেতে কুমারহট্ট গ্রাম। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর গৌরাঙ্গরায় নাম ॥

শিবানন্দ পণ্ডিতাদি অনেকের বসতি।
মহাপ্রভুর প্রিয় স্থান গোপাল রায় মূর্ত্তি॥
খড়দহের দক্ষিণে আড়িয়াদহ গ্রাম। গদাধর দাস ঠাকুরের যাহা নিজধাম॥
উত্তরে পুরন্দর পণ্ডিত দক্ষিণে রাঘব। অনেক বৈষ্ণব ঘটন পরম উৎসব॥
তাঁহার নিকট পানিহাটী নাম গ্রাম। রাঘব দাস ঠাকুর আর দময়ন্তির ধাম॥
শ্রীরামদাস ঠাকুরের তাহাতে প্রকাশ।
ষোলশাঙ্গের কাষ্ঠ যে ধরিল অনায়াস॥
মহাপ্রভুর কেবল পীরিতি আবাস। রাঘবের ঝালি দেখিতে পরম উল্লাস॥
হালদা মহেশপুর আর বোধখানা। এক দেশে দুই গ্রাম একুই গণনা॥
ঠাকুর সুন্দরের সেবা সেই স্থানে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নির্ণয়॥
তাহার তনয় ঠাকুর পুরুষোত্তম। মহাবৃক্ষ মহাফল সর্ব্বোত্তমোত্তম॥
খানাকুল কৃষ্ণনগরে ঠাকুর অভিরাম। তাহার ঘরনী মালিনী যার নাম॥
বাসু ঘোষের সেইখানে গৌরাঙ্গপুর। যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়॥
চাতরা বল্লভপুর খড়দহের পার। কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত আর॥
রুদ্র পণ্ডিতের সেবা রাধাবল্লভ নাম। ভুবনমোহন রূপ অভিনব কাম॥
এইত দ্বাদশ পাট লিখিল মহান। আর ত্রয়োদশ পাটের কহি অভিধান॥
আকাই হাটে আছিলা ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
রঘুনন্দনের নুপুর পায়্যা যাহার উল্লাস॥
অনাড়িহা গ্রামেতে বাস ঠাকুর গঙ্গাদাস।
বড়গাছি শালিগ্রামে কৃষ্ণদাসের নিবাস॥
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর। বাঘনাপাড়ায় শ্রীবংশী রামাই ঠাকুর॥
ভরতপুরে মহাশয় শ্রীমিশ্র ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ লীলাময় মহিমা প্রচুর॥
গুপ্তিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী। বৃন্দাবন চন্দ্র সেবা পরম পিরীতি।
জীরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী। যশোড়াতে জগদীশ নর্ত্তন পদবী॥
হালিসহর দেন্দুড়ি দুই স্থান হয়। বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর তনয়॥

ভাগবত আচার্য্যের বরাহনগর।
সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত সুগ্রীব মিশ্রের ঘর ॥
সাঁচড়া-পাঁচড়া করন্দা শীতল গ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান ॥
এই পঞ্চবিংশতি পাট করিল প্রচার।
জন্মভূমি লিখি ইবে লীলা খেলা আর ॥
বেনাপোল গ্রামে হরিদাসের নিলয়।
ফুলিয়াতে দিবস কথো ছিল মহাশয় ॥

রঘুনাথ দাসের গ্রাম চাঁদপুর হয়। হুগলী নিকট গ্রাম সর্ব্বলোকে কয় ॥
কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রাম। সনাতন রূপের বাকলা জন্মস্থান ॥

শ্রীহট্ট চাটিগ্রামে বিদ্যানিধির আলয়।
এক চাকা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হয় ॥
রামকেলি কানাঞির নাটশালা প্রভুর বিশ্রাম।
রাঢ়দেশে আর কত কত আছে স্থান ॥

জীব পুত্রি তরুতলে ক্ষণেক বিশ্রাম। নওপাড়া আটকুড়ি কহে সেইগ্রাম ॥
দামোদর পার বারাসাত গ্রাম হয়। একদিন ভিক্ষা প্রভু তথাই করয় ॥

লোকনাথ গোঁসাঞির জন্ম যশোর দেশে হয়।
নাগর পুরুষোত্তমের গ্রাম নখছড়া কয় ॥
(নাগর পুরুষোত্তমের বনকৃখুণ্ডাতে নিলয়)
সরডাঙ্গা সুলতানপুরে মহেশ পণ্ডিতের ঘর।
দোগাছিয়া গ্রামে বলরাম দ্বিজবর ॥
সূর্য্যদাস সরখেলের খানায় নির্ণয়।
উত্তরণপুরে ত্রাতা জগন্নাথ দাস মহাশয় ॥
গৌড়ের ভিতরে এক পোখুরিয়া নামে গ্রাম।
নৃসিংহ চৈতন্যদাসের সেবা বৃন্দাবন চন্দ্র নাম ॥

তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয়। হরি বিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয় ॥

পণ্ডিত গোস্বামী বক্রেশ্বরের নীলাচলে বাস।
গোপীনাথের টোটা গোপাল গুরুর নিবাস॥
উড়্রদেশ রেমুনা আলালনাথ নীলগিরি।
চটক ভুবনেশ্বর কোনার্ক বিদ্যানগরী॥
সোনাকান্যার পশ্চিম সুবর্ণরেখার পার।
পহরাজপুর গ্রামে প্রভুর আছে জলাধার॥
তাহার পার পূর্ব্বদিগে দুই ক্রোশ হয়।
দণ্ডভাঙ্গা স্থান প্রভুর সর্ব্বলোকে কয়॥
অমর দই গ্রামে পুষ্করিণী বিদ্যাধর। সেই স্থানে মহাপ্রভুর স্থান অবসর॥
আর কত কত স্থান আছয়ে উৎকলে।
কেমনে লিখিব তাহা দৃষ্টে না দেখিলে॥
ব্রজভূমি নবদ্বীপ আর নীলাচল। গোপাল মহান্তের স্থান আছয়ে সকল॥
এই সকল স্থান দেখে বন্দে যে করে স্মরণ।
অচিরে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ঐশ্চর্য্য নিরন্তর। নিরমল দেহে হয় বৈষ্ণব কিঙ্কর॥
নীলাচলে শ্বেতগঙ্গা গঙ্গামাতার স্থানে। মহান্তের পাট এই হইল লিখনে॥
সাত অঙ্ক শর ব্রহ্ম শক নরপতি। মধুমাস সোমবার রামনবমী তিথি॥
পরিপূর্ণ প্রেমাবেশে গ্রন্থের বর্ণন। নিবেদিয়ে রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণব চরণ॥
শ্রীরতিপতি চরণে যার অভিলাষ। পাট নির্ণয় কহে রামগোপাল দাস॥

—০—

॥ শ্রীশ্রী পাট পর্য্যটন ॥

(শ্রীঅভিরাম দাস কর্ত্তৃক বিরচিত)

পাট পরিক্রমা যে যে করিবারে হয়। সংক্ষেপে দিঙমাত্র লিখিয়ে নিশ্চয়॥
পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশ পাট কয়॥

চৌত্রিশ পাট যে যে গ্রামে তার নাম কহি।
ক্রমাগত নাম সব শুনহ নিশ্চহি॥
যেই গ্রামে যার বাস আছিল নির্দ্ধার।
নাম গ্রাম লিখি মুই করি পরিহার॥

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রভুর জন্ম হয়। কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচাক্রা জন্মভূমি খড়দহে বাস। শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্য্যাস॥
শ্রীঅদ্বৈতের ধাম শ্রীশান্তিপুর হয়। এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥

অভিরাম পূর্ব্বে শ্রীদাম খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥
হলদা মহেশপুর সুন্দরানন্দের বাস।
সুন্দরানন্দ পূর্ব্বে সুদাম জানিবা নিশ্চয়॥

কাঁচড়াপাড়া জন্মভূমি জলঙ্গীতে বাস। ধনঞ্জর বসুদাম জানিবা নির্য্যাস॥

অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের বাস।
গৌরীদাস পূর্ব্বে সুবল জানিবা নির্য্যাস॥
আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপ্পলাই এই যে নিশ্চিন্তি॥

কমলাকর মহাবল পূর্ব্ব নাম হয়। উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয়॥
হুগলির নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম। উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব্ব নাম॥
সাগুনা সরডাঙ্গা সুখসাগর নিকটে। মহেশ পণ্ডিতের বাস কহি করপুটে॥

মহেশ মহাবাহু পূর্ব্বে জানিবা আখ্যান।
বড়গাছিতে বাস শ্রীকৃষ্ণদাস নাম॥
পরমেশ্বর দাস পূর্ব্বে স্তোকৃষ্ণ ছিল।
বোধখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল॥
বোধখানাতে হলদা পরগণা জানিবা সর্বজনে।
সুদাম সখা পুরুষোত্তম পূর্ব আখ্যানে॥
সাঁচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জ্জুন সখা পূর্ব্বে এই খ্যাতি॥

মাধবের সখা এই পাণ্ডব নহে। হিরনগাঁ সাঁচড়া পাঁচড়া সর্ব্বজন কহে॥

আকাই হাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি॥

খোলাবেচা শ্রীধরের নবদ্বীপে বাস। মধুমঙ্গল পূর্ব্বে জানিবা নির্য্যাস॥

এই যে দ্বাদশ পাট হইল লিখন। ভক্তবাস যে যে গ্রামে শুনহ কথন॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীহট্টে জন্ম হয়। প্রভুর নিকটে আসি নবদ্বীপে রয়॥

পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র তার শাখা হয়। নয়নানন্দ মিশ্র নাম ভরতপুরে রয়॥

আড়িয়াদহে গদাধর দাসের বসতি। স্বরূপ গোস্বামী নবদ্বীপে সদা স্থিতি॥

স্বরূপ ললিতা পূর্ব্বে জানিবা আখ্যানে।
বিশাখা রামানন্দ জানিবা সর্ব্বজনে॥
রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী তীরে।
দক্ষিণ দেশেতে বাস শ্রীবিদ্যানগরে॥

পাট পর্য্যটন মধ্যে না হয় গমন। নীলাচল গেলে তাঁর হয়ত ভ্রমণ॥

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টে শিবানন্দের স্থিতি।
পূর্ব্বে স্থচিত্রা নাম ইন্দ্রির হয় খ্যাতি॥
কুলীন গ্রামেতে বসু রামানন্দের স্থিতি।
চম্পকলতিকা পূর্বে যার নাম খ্যাতি॥

মহাপাট অগ্রদ্বীপ জানিবা ভক্তগণ। তুই তিন ভক্ত বাসে মহাপাট্যাখ্যান॥

অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম। এই হেতু মহাপাট কহে ভক্তগণ॥

গোবিন্দ ঘোষ রঙ্গদেবী বাসু স্থদেবী কয়।
মাধব ঘোষ তুঙ্গ বিদ্যা জানিবা নিশ্চয়॥
কোগুরহট্টে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস।
ইন্দুরেখা সখী পূর্বে জানিবা নির্য্যাস॥
অনুবাদ বিধেয় নাম এই মাত্র হৈল।
এবে আর বিধেয় নাম লেখা নাহি গেল॥

যে যে পরিক্রমা করিবারে হয়। সে সকল গ্রাম লিখি জানিহ নিশ্চয়॥

গ্রাম আর ভক্ত নাম করিয়ে লিখন। অপরাধ ক্ষমা কর সর্ব্ব ভক্তগণ ॥
শ্রীখণ্ড মহাপাট জানিবা সর্ব্বজন। শ্রীখণ্ডে অনেক ভক্ত লভিলা জনম ॥
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। চিরঞ্জীব কবিরাজ আর স্থলোচন ॥

সরকার ঠাকুর খ্যাতি করে ভক্তগণ।
অনেক ভক্ত জন্ম হেতু মহাপাটাখ্যান ॥

কুলিয়া পাহাড়পুর তুইত নির্দ্ধার। বংশীবদন কবিদত্ত সারঙ্গ ঠাকুর ॥
এই তুই গ্রামে তিনে সতত থাকায়। কুলিয়া পাহাড়পুর নাম খ্যাতি হয় ॥

কাঁচরাপাড়া কুমারহট্টের শুনহ কথন।
শ্রীকান্ত সেন কবি কর্ণ শ্রীরাম পণ্ডিত প্রকটন ॥
পানিহাটী গ্রামে রাঘব-দময়ন্তী ধাম।
রাঘবের ঝালি বলি আছয়ে আখ্যান ॥
বোধখানায় সদাশিব কবিরাজের বাস।
সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তম দাস ॥

চাতরা বল্লভপুরে সেবা অনুপাম। ভক্তগণ যে যে ছিলা কহি তার নাম ॥
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার ॥
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর। রাঘনাপাড়া বাসী শ্রীরামাত্রি ঠাকুর ॥
গোপতি পাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী। বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি ॥
জিরাটে মাধবাচার্য্য আর গঙ্গাদেবী। যশড়াতে জগদীশ নৃত্য বিনোদী ॥
হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিদিত ॥
নাতিগ্রাম জন্মস্থান স্থিতি দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্যভাগবত কৈলা প্রচারিতে ॥

বরাহনগরে ভাগবত আচার্য্যের বাস।
নৈহাটিতে রূপসনাতন আছিলা নির্য্যাস ॥

যে যে গ্রামে পরিক্রমা করিবারে হয়। সে সকল গ্রাম এই লিখিল নিশ্চয় ॥
পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার ॥
পাট পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস ইহা গ্রথিত করিল ॥

ইতি—

পাট-পরিক্রমা পাট-পর্য্যটন সমাপ্ত।

॥ শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবন ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন মুরলী মনোহর শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারভূমি। কালচক্রে লুপ্ত লীলাস্থলগুলির প্রকট করণে কলিযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আপন পার্ষদগণকে শক্তি সঞ্চার করতঃ বৃন্দাবনে বাস করাইলেন। তাঁহারা প্রভুর আদেশক্রমে বৃন্দাবনের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া লীলাস্থলীগুলি প্রকট করিলেন এবং শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়া সেবার প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তীর্থ-ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে গমন করতঃ কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনকে প্রকট করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুর গোপালদেবকে প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণ অন্তে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ অপেক্ষায় কতককাল বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পরে ভুগর্ভ ও লোকনাথ, তৎপরে সুবুদ্ধি রায়, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্টাদি অগণিত গৌরাঙ্গপার্ষদ ব্রজে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীগুলি প্রকট করতঃ সেবা স্থাপন করিয়া লুপ্ত চিন্ময় ধামকে জগতে বিদিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথ দাস গোস্বামী দ্বিজ হরিদাস প্রমুখ পার্ষদগণ ব্রজধামে আসিয়া বাস করেন।

শ্রীপৌর্ণমাসী বৃন্দাবন

ব্রজেশ্বর শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ মদনমোহনাদি শ্রীবিগ্রহগণকে প্রকট করিয়া সেবা স্থাপনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে
করিয়াছে আত্মসাথ।
এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর
নাথ॥"

এই তিন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেই মুরলীমনোহর ব্রজরাজনন্দ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন। ক্রমে এ তিনের মুখ, বক্ষ, শ্রীচরণ॥"

শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোস্বামীগণের সেবা প্রকাশ কাহিনী

জয়পুরে বিরাজিত শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দদেব

১। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেব—

শ্রীরাধাগোবিন্দদেব শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত হন। শ্রীরাধাগোবিন্দদেব গোমাটিলায় যোগপীঠে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর ব্যাকুলতায় প্রকট হন। শ্রীরূপ গোস্বামী সমস্ত যোগপীঠ ও ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যখন শ্রীগোবিন্দের সন্ধান পাইলেন না, তখন নিরাশ হইয়া ব্যাকুল চিত্তে যমুনার তটে পড়িয়া রহিলেন। ভক্ত বৎসল প্রভু ব্রজবাসীরূপে দর্শন প্রদান করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকায়ং—

"প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্টা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরেহ্স্বধীক॥
ব্রজবাসি জপানান্ত গৃহেষু চ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্টা তু রুদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ॥
একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ।
ব্রজবাসি জনাকারঃ সুন্দর কশ্চিদাগতঃ॥

* * *

স শ্রুত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুন্।
গুমাটিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ॥
অত্র কাচিদগবাং শ্রেষ্ঠা পূর্ব্বাহ্নে সমুপাগতা।
দুগ্ধ স্রাবং বিকুর্ব্বানাপ্য হন্যহনি যাতিভোঃ॥

* * *

যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যত কৃষ্ণমাশ্বরম্ ।
সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্র তনয়ং কোটি মন্মথ মোহনম্ ॥
রুরুধুস্তাং ধরাং যত্নাদ্রামস্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—২য় তরঙ্গে—

"ব্রজবাসী কহে, চিন্তা না করিহ মনে।
গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে ॥
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন সময়। দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হিয়ায় ॥
শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেলা সেইখানে ॥
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে। মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥

* * *

যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে। কৈল বলরাম আজ্ঞা—দেখ মধ্যস্থলে ॥
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্র নন্দন। হইলা সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্প মোহন ॥"

এইভাবে আজ্ঞানুরূপ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভূগর্ভ হইতে শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রকট করিয়া সেবা স্থাপন করেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী স্বীয় ভক্তের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মকর কুণ্ডলাদি অর্পণ করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

"নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥"

শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে শ্রীসাধন দীপিকা ধৃত বচন যথা—

"শ্রীমান প্রতাপী গোবিন্দ পাদভক্তি পরায়ণং।
ভক্তশ্চৈতন্য পাদাব্জে মানসিংহো নরাধিপঃ ॥
প্রতাপরুদ্র স্তেশ্চর্য্য সেবালগ্নমনা হরেঃ।
অয়ং মাধুর্য্য সেবায়াং লোভাক্রান্তমনা নৃপঃ ॥
মহামন্দির নির্ম্মাণং কারিতং যেন যত্নতঃ।
অদ্যাপি নৃপ তদ্বংশ্যাঃ প্রভু ভক্তি পরায়ণাঃ ॥"

তথাহি—৮ম কক্ষা—

"শ্রীমদ্রূপপ্রিয়ং শ্রীল রঘুনাথাখ্যভট্টকম্।
যেন বংশী কুণ্ডলঞ্চ শ্রীগোবিন্দে সমর্পিতম॥"

তথাহি—১ম কক্ষাং—

"শ্রীমদ্রূপাদ্বৈত রূপেন শ্রীমদ রঘুনাথেন শ্রীযুত কুণ্ড যুগল
পরিচর্য্যাতৎ পরিসর ভূমিশ্চ শ্রীগোবিন্দায় সমর্পিতা।
কিঞ্চ এয়ানাং শ্রীবিগ্রহানাং প্রেয়সী কিল শ্রীহরিদাস গোস্বামী
শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীভিশ্চ প্রকাশিতা॥"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীহরিদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী স্থাপিত হন। শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন ব্রজে প্রকট হইলে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম জানা আদীষ্ট হইয়া দুই মূর্ত্তি প্রেয়সী নির্ম্মাণ করতঃ ক্ষেত্র হইতে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় লইয়া আগরায় গমন করিলে মদনমোহন বলিলেন, "ছোট মূর্ত্তি শ্রীরাধিকাকে বামে রাখিবে ও বড় মূর্ত্তি ললিতাকে দক্ষিণে স্থাপন করিবে।"

লোকজন ব্রজে গিয়া আজ্ঞানুরূপ স্থাপন করিলেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া রাজা শ্রীগোবিন্দের প্রেয়সী না হওয়ায় বড়ই চিন্তিত হইলেন। তখন শ্রীমতি স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া রাজাকে বলিলেন যথা—

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"পুরুষোত্তম জানারে কহয়ে ধীরে ধীরে।
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় ভ্রমণেতে। মোরে দেখি রাধিকা কল্পনা কৈল চিতে॥
বহুকাল চক্রবেড় মধ্যে আছি আমি। সকলে কহেন মোরে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
আমি যে রাধিকা ইহা কেহ নাহি জানে।
এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেইক্ষণে॥"

পূর্ব্বে ব্রজ হইতে শ্রীগোপালদেব ছোট বড় বিপ্রের প্রেমবশে ক্ষেত্রে আসিয়া 'সাক্ষী গোপাল' নামধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধিকা ভক্তাধীনে কতদিন পরে উৎকলে রাধানগর নামক স্থানে আগমন করেন। বৃহদ্ভানু নামক দক্ষিণার্ত্তবাসী এক বিপ্র

কন্যাপ্রায় তাঁহাকে তথায় সেবা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে বৃহদ্ভানু অন্তর্দ্ধান হইলে ক্ষেত্ররাজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীমতীকে চক্রবেড়ে আনিয়া রাখেন। সকলে তাঁহাকে লক্ষ্মী জ্ঞানে অর্চ্চন করিতে লাগিল পুনঃ শ্রীমতী ব্রজধামে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়া রাজা পুরুষোত্তম জানায় স্বপাদেশ করিলেন। রাজা শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রকটের পর সর্ব্বপ্রথম শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীকাশীশ্বর ব্রহ্মচারীই সেবাধিকারী হন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ লইয়া শ্রীগোবিন্দ দেবের দক্ষিণে স্থাপন করেন।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন। ঔরাঙ্গজেবের অত্যাচারে শ্রীগোবিন্দদেব জয়পুর অভিমুখে রওনা হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কাম্যবনে, ১৭০৭ খৃঃ গোবিন্দপুরা বা রোফড়ায় ১৭১৪ খৃঃ অম্বরে এবং ১৭১৬ খৃঃ জয়পুরে বিজয় করেন।

২। **শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনদেব** — শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধা মদনমোহনদেবের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য তীর্থ ভ্রমণকালে যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন, সেই সময় কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনদেব তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ প্রদানে প্রকট হন।

কুব্জার শ্রীমনমোহন সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের শ্রীপ্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদে—৬ষ্ঠ অঙ্কের বর্ণন—

পূর্ব্বে কৃষ্ণ গেলা যবে মথুরা নগরে। কংস বধ করি গেলা কুব্জার মন্দিরে॥
কুব্জাকে করিয়া কৃপা বিদায় হইয়া। যাইতে চাহেন কৃষ্ণ না দেয় ছাড়িয়া॥
কৃষ্ণ কহে কুব্জা তুমি মুদহ নয়ান। এথায় থাকিব নাহি যাব অন্যস্থান॥
কৃষ্ণের বচনে কুব্জা নয়ান মুদিলা। অন্তর্দ্ধান করি কৃষ্ণ তথা হইতে গেলা॥

আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তি প্রতিমার ছলে।
কুব্জা ঘরে রাখি গেলা মদন গোপালে ॥
মথুরাতে কুব্জা যত দিবস আছিলা। মদন গোপাল সেবা আপনে করিলা ॥
কালক্রমে কুব্জা যবে অপ্রকট হইলা। ব্রাহ্মণে তখন সেবা করিতে লাগিলা ॥
কতকালে যবন হইল বলবান। না দেয় করিতে সেবা না শুনে পুরাণ ॥
সেবক ব্রাহ্মণ সব গেল পলাইয়া। মদন গোপালে কুঞ্জ ভিতরে রাখিয়া ॥
অদ্যাপিহ কুঞ্জে তিঁহো আছে ইচ্ছা বশে।
বৃন্দাবন প্রকট হইবা কিছু শেষে ॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীমদনমোহন প্রকট বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের বর্ণন—

তাঁহার প্রেমবশে তাঁহার সমীপে আসিয়া পরম অদ্ভুত লীলার প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যমুনার সূর্য্য ঘাটে সুরমাটিলার উপর কুটির নির্ম্মান করিয়া সেবা স্থাপন করেন। কতদিনে প্রভু মদনমোহন অপ্রাকৃতলীলা প্রকাশে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক মুলতান দেশীয় এক ক্ষত্রিয়ের দ্বারা শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করান।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

"হেনকালে মূলতান দেশীয় একজন। অতিশয় ধনাঢ্য সর্ব্বাংশে বিচক্ষণ ॥
কর্পূর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ ॥
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া ॥
সনাতন তাঁরে বহু অনুগ্রহ কৈলা। শ্রীমদনমোহন চরণে সমর্পিলা ॥
সেইদিন মন্দিরের আরম্ভ করিল। নানা রত্ন ভূষণে ভূষিত করাইল ॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে সেবা সমর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকায়াং—

"শ্রীল সনাতন গোস্বামিনা স্বস্যাতীবান্তরঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীণে শ্রীলমদনগোপাল দেবস্য সেবা সমর্পিতা ॥"

শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন ব্রজে প্রকট হইলে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা দুই মূর্ত্তি প্রেয়সী নির্ম্মাণ করিয়া ব্রজে পাঠাইলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে ৬ষ্ঠ তরঙ্গে—

"মহারাজ শ্রীপ্রতাপ রুদ্রের কুমার।
পুরুষোত্তম জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
তেঁহো দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া। যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥
বৃন্দাবন নিকট আইল কথোদিনে। শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥
সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন। স্বপ্নছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন॥
পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভনে।
রাধিকা, ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে॥
আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট রাধিকা, মোর বামেতে রাখহ॥
বড় ললিতায় রাখো আমার দক্ষিণে। ইহা শুনি অধিকারী চলে সেইক্ষণে॥

এইভাবে শ্রীমদনমোহন দেব প্রেয়সী স্থাপনলীলা সংঘটিত হইল। বর্ত্তমানে সনাতন গোস্বামী পাদের সেবিত মদনমোহন করৌলীতে অবস্থান করিতেছেন। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে শ্রীসুবল দাসজীর সেবাধিকারে জয়পুররাজ দ্বিতীয় সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে শ্রীমদনমোহন জয়পুরে বিজয় করেন। কিছুদিন পর করৌলীরাজ শ্রীগোপাল সিংহ শ্রীমদন মোহন দেবকে করৌলীতে লইয়া যান।

শ্রীরাধাগোপীনাথদেব—শ্রীরাধাগোপীনাথ দেব শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী (মতান্তরে মধু পণ্ডিত) কর্ত্তৃক প্রকটিত। শ্রীগোপীনাথদেব প্রকট সম্বন্ধে শ্রীসাধন দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন যথা—

পরমানন্দ দে শ্রীমন্নীপ পাদপ ভূতলে।
কালিন্দী জল সংসর্গি শীতলানিল কম্পিতে॥
রাধাগদাধর ছাত্রঃ পরমানন্দ নামকঃ।
যস্তে নাস্ত প্রকটিতো গোপীনাথোদয়াম্বুধিঃ॥

বংশীবটতটে শ্রীমদ যমুনোতটে শুভে ॥”

তথাহি—তত্রৈব—

শ্রীগোপীনাথস্য সেবা শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীনা শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীনে সমর্পিতা।

তথাহি—শ্রীভক্তমালে—

“হেনকালে তথা বংশীবটের সমীপে। দেখে নব ঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে ॥

গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমা রূপেতে।

দরশন দিল প্রিয় ভক্তের পিরীতে ॥

শ্রীমধু পণ্ডিত ব্রজে গমন করিয়া ভাবাবেশে বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অনুরাগে বংশীবটতলে আসিয়া অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহিলেন। ভকত বৎসল প্রভু প্রতিমা স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলে তিনি কেশিঘাটের নিকটে আনিয়া স্থাপন করেন। কোন ভাগ্যবান শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীগোপীনাথ দেব প্রেয়সীর সহিত প্রকট হন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

“শ্রীরাধিকাসহ গোপীনাথের প্রকট। পূর্ব্বে জানাইলা বংশীবটের নিকট ॥

শ্রীগোপীনাথদেবের প্রেয়সী স্থাপনে বহু অলৌকিক লীলা সংঘটিত হয়। শ্রীজাহ্নবী দেবী ব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবের বামে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি দর্শন করতঃ চিন্তা করিলেন। যদি শ্রীরাধিকা কিঞ্চিৎ উচ্চ হইত তাহা হইলে শ্রীগোপীনাথকে শোভা পাইত, এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসায় শয়ন করিলে গোপীনাথদেব স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন, “তোমার পছন্দ মত প্রেয়সী নির্ম্মান করিয়া স্থাপন কর।” শ্রীজাহ্নবা দেবী গৌড়ে আগমন করিয়া নয়ন ভাস্করের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। তারপর শ্রীপরমেশ্বর দাসের মাধ্যমে নৌকাযোগে বৃন্দাবনে প্রেরণ করতঃ শ্রীগোপীনাথের বামে স্থাপন করাইলেন।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

“অভিষেক করি বামদিগে বসাইলা।

পূর্ব্ব ঠাকুরাণী দক্ষিণ দিগেতে রাখিলা ॥

তারপর কতদিনে শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করিয়া কাম্যবনে শ্রীগোপীনাথের বামে অধিষ্ঠিত হন।

তথহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে

"বাম পার্শ্বে শ্রীজাহ্নবা দক্ষিণে রাধিকা।

মধ্যে গোপীনাথ ইথে কি দিব উপমা॥

শ্রীমুরলীবিলাস গ্রন্থ মতে শ্রীবৃন্দাবনে ও কাম্যবনে দুইস্থানে দুই শ্রীগোপীনাথদেব নির্নীত হয়। শ্রীজাহ্নবাদেবী কাম্যবনেই শ্রীগোপীনাথে অন্তর্দ্ধান হন। কাম্যবনের শ্রীগোপীনাথের প্রকট বার্ত্তা সম্পর্কে জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

৪। **শ্রীরাধারমণদেব**—শ্রীরাধারমণদেব শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরাধারমণ প্রকট সম্পর্কে শ্রীসাধন দীপিকার বর্ণন এইরূপ—

"গোবিন্দপাদ সর্ব্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকম।

শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক সেবা প্রকাশিতা॥

শ্রীরাধারমণদেবঃ সেবায়া বিষয়োমতঃ।

কৃতিনা শ্রীল রূপেন সোঽয়ং যোঽসৌবিনির্ম্মিতঃ॥

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—২য় মঞ্জরী

"নিজায়ত্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল।

বুঝি গোঁসাঞি গৌড় হইতে বস্তু আনাইল॥

এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ্য করি। মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥

গোপাল ভট্ট গোঁসাঞির জানিয়া অভিলাষ।

স্বহস্তে শ্রীরূপ গোঁসাঞি করিল প্রকাশ॥"

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী স্বহস্তে শ্রীরাধারমণকে প্রকট করেন। গ্রন্থান্তরে অন্য-মত পরিলক্ষিত হয়।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।

শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে॥

গৌরাঙ্গ আদেশে ভল্ল শ্রীরূপে প্রকাশে।
রূপ গোস্বামীই তবে কহে প্রেমাবেশে॥
শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্বস্ব তোমার।
তথাপি পৃথক সেবা কর ইচ্ছা তাঁর॥
তবে কতদিন পর শালগ্রাম হৈতে।
আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে॥"

শ্রীভক্তি রত্নাকর ও ভক্তমালগ্রন্থ মতে শ্রীরাধারমণ শালগ্রাম শিলা হইতে প্রকট হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীরাধারমণ সিংহাসনে উপবেশন করেন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী সর্ব্বপ্রথম শ্রীরাধারমণের সেবকরূপে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার ভ্রাতা দামোদর গোঁসাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র হরনাথ, হরিরাম ও মথুরা দাস সেবায় নিযুক্ত হন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণই শ্রীরাধা-রমণের সেবক।

৫। **শ্রীশ্রীরাধা দামোদরদেব**-শ্রীরাধা দামোদরদেব শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত।

তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকায়াং—
"রাধাদামোদর দেবঃ শ্রীরূপ কর নির্মিতঃ।
জীব গোস্বামীনে দত্তঃ শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—
"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা দামোদর।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥"

এইভাবে শ্রীরাধা দামোদর প্রকট হন। শ্রীরাধা দামোদরদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীভূগুপাদ বিরাজিত। শ্রীজীব গোস্বামীপাদের শ্রীভূগুপাদ প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের বচন যথা—

"গোস্বামীর কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া। নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া॥
অদ্যাপি তাহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়। ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয়॥"

বর্ত্তমানে শ্রীজীব গোস্বামী পাদের সেবিত শ্রীরাধা দামোদরদেব ও শ্রীভৃগু-পাদশিলা জয়পুরের ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট বিদ্যমান। ১৭৯০ সম্বতে (১৭০৩ খৃঁ) ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে বুধবারে শ্রীভৃগুপাদ শিলা বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আসেন। ১৮১৭ সম্বতে (১৭৬০ খৃঃ) মাঘী কৃষ্ণানবমীতে মাধব সিংহের রাজত্বে শ্রীরাধা দামোদরদেব বৃন্দাবনে হইতে জয়পুরে আসেন। ১৮৫৩ সম্বতে (১৭৯৬ খৃঃ) পুনরায় সকল বিগ্রহ বৃন্দাবনে যান। ১৮৭৮ সম্বতে (১৮২১ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লানবমীতে পুনরায় আগমন করেন।

৬। **শ্রীরাধাবিনোদদেব**—শ্রীরাধাবিনোদদেব প্রভু লোকনাথ কর্ত্তৃক প্রকটিত। ছত্রবনে উমরাম গ্রামে কিশোরী কুণ্ডতীরে প্রভু লোকনাথ নির্জ্জনে ভজনরত রহিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে এক বিগ্রহ লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তারপর লোকনাথের হস্তে শ্রীবিগ্রহ প্রদান করিয়া বলিলেন "তুমি 'শ্রীরাধা বিনোদ' নামে ইহার সেবা কর।" এই বলিয়া বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"ছত্রবন পার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম।
তথা শ্রীকিশোরী কুণ্ড শোভা অনুপাম॥
সেইস্থানে কতদিন রহেন নির্জ্জনে।
করিব বিগ্রহ সেবা এই চেষ্টা মনে॥
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত।
অনুরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত॥
রাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা।
সেই ক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈল॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।

কে এই বিগ্রহ দিয়া গেল কোনখানে ॥
চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া ॥
এই উমরাও গ্রামে বিপিনে বসতি।
এই যে কিশোরী কুণ্ড তথা মোর স্থিতি ॥"

এইভাবে প্রকট হইয়া প্রভু বলিলেন, "আমি খুবই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি তুমি এখন আমায় কিছু খাইতে দাও।" তখন লোকনাথ পাক করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। তারপর পুষ্প শয্যায় শয়ন করাইলেন, পল্লবে বাতাস করিয়া মনের আনন্দে পাদসম্বাহন করিলেন। একটি ঝোলার মধ্যে করিয়া বৃক্ষের কোটরে রাখিতেন। আর নিজে বৃক্ষতলে থাকিতেন। কতদিন পরে বৃন্দাবনে আসিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার সেবিত শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ বর্ত্তমানে জয়পুরে ত্রিপোলিয়া বাজারের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন।

৭। **শ্রীরাধাগোকুলানন্দদেব**—শ্রীরাধাগোকুলানন্দ দেব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সেবিত। শ্রীগোকুলানন্দ সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রীনরহরি দাস কৃত গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের বর্ণনা যথা—

"পরম সুশান্ত বিজ্ঞ এক ব্রহ্মচারী।
মথুরা আইলা তীর্থ প্রদক্ষিণ করি ॥
শ্রীগোকুলানন্দের সেবায় সদা রত।
তাঁর যৈছে ক্রিয়া তা কহিবে কেবা কত ॥
একদিন স্বপ্নছলে শ্রীগোকুলানন্দ।
ব্রহ্মচারী প্রতি কহে হাসি মন্দ মন্দ ॥
বৃন্দাবনে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যথা।
তাঁরে সমর্প'হ মোরে লৈয়া যাহ তথা ॥
রজনী প্রভাতে ব্রহ্মচারী মহানন্দে।
বিশ্বনাথে সমর্প'য়ে শ্রীগোকুলানন্দে ॥"

এইভাবে ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া শ্রীগোকুলানন্দে আনিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগিরিধারী বিদ্যমান।

৮। **শ্রীশ্রীগোপালদেব**—শ্রীগোপালদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক প্রকটিত। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আগমন করেন। গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করতঃ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে শ্রীগোপালদেব গোপশিশুবেশে দর্শন দিয়া দুগ্ধ প্রদান করিলেন। তারপর নিশাভাগে স্বপ্নযোগে দর্শন প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন যথা—

তথাপি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইঁহা অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে।
ভাল আইলা তুমি আমাকার সাবধানে॥

তখন মাধবেন্দ্রপুরী প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রভাতে গ্রাম মধ্যে গিয়া ব্রজবাসীগণকে সমস্ত বলিলেন। সকলে মহানন্দে কুঞ্জ হইতে শ্রীগোপাল দেবকে প্রকট করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন।

কত দিনে ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের আশঙ্কায় উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী রাজসিংহ শ্রীগোপাল দেবকে মেবারে আনিতে ইচ্ছা করেন। কোটা ও রামপুরার পথ দিয়া 'সিহাড়' নামক গ্রামে রথচক্র বসিয়া গেলে তত্রত্য জায়গীরদারগণের অত্যাগ্রহে শ্রীগোপাল দেবকে তথায় স্থাপন করেন এবং মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন। সেবকগণ শ্রীগোপাল দেবকে নাথজী বলেন।

সিহাড় গ্রাম পরবর্ত্তীকালে শ্রীনাথদ্বার নামে প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীবল্লভ ভট্টের পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের পঞ্চম অধস্তন বড়দাউজি মহারাজের সময়ে শ্রীগোপালদেব মথুরা হইতে মেবারের পথে গমন করেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সময়েই শ্রীবল্লভ ভট্টের পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর গোপাল দেবের সেবাধিকারী হন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"মাধবেন্দ্র কৃপাতে গৌড়ীয়াবিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্য প্রবল, প্রেমভক্তি রসময়॥
কহিতে কি—সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥
শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥"

সম্ভবতঃ ১৩৯২ শকের শেষভাগে শ্রীগোপাল দেব প্রকট হন। কারণ ১৩৯৫ শকে মাঘ মাসে প্রভু নিত্যানন্দের জন্মদিনে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের সহিত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর মিলন ঘটে। দুই বৎসর সেবা করিয়া পুরীপাদ চন্দনোদ্দেশ্যে ক্ষেত্র পথে গৌড়ে আসিয়া অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলিত হন।

৯। **শ্রীগিরিধারীদেব**—শ্রীগিরিধারীদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে শ্রীদাস গোস্বামীকে অর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহ সেই পিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জমালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পায়া প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥

গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে॥
নেত্র জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর॥
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলামালা রঘুনাথে দিল॥"

এই শিলা ক্ষেত্র হইতে শ্রীদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে লইয়া যান। তাঁর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীমুকুন্দ দাস, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী, তৎপরে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রাপ্ত হন। তদবধি শ্রীগোকুলানন্দে শ্রীগিরিধারী দেব বিরাজ করিতেছেন।

তথাহি—শ্রীভক্তমালে—

"মহাপ্রভু কৃপাকরি দাস গোস্বামীরে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে॥
সেই শিলা অদ্যাপি গোকুলানন্দে হয়॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ গ্রন্থ মতে বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীগিরিধারী বৃন্দাবনে সেবিত হইতেছেন। ১৩৫৬ সালে শ্রীগোকুলানন্দ হইতে ভাগবত আশ্রমে স্থানান্তরিত হন।

১০। **শ্রীবৃন্দাবনজী**—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মকুণ্ড তট হইতে শ্রীবৃন্দাজীকে প্রকট করেন।

তথাহি—শ্রীসাধনদীপিকা—

"ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল॥"

শ্রীবৃন্দাজী এখন কাম্যবনে বিরাজিত। কাম্যবনে বৃন্দাজীর অবস্থিতি সম্পর্কে ভক্তমাল বচন যথা—

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেহ যাইয়া রহিলা॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লয়া যায়।
কাম্যবনে যাই তথা বিশ্রাম করয়।
রাত্রে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্যোগে।
লইয়া যাইতে চাহে রথের সংযোগে॥
উঠাইতে না পারিল দশজনে ধরি।
যাইতে বাসনা নহে হইলেন ভারি॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথায় মন্দির আদি বনাইয়া দিল॥
সেই হইতে বৃন্দাজীউ রহে কাম্যবনে॥”

১১। **গৌরাঙ্গদেব (গৌরগোবিন্দ)**—শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শ্রীকাশীশ্বর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীগোবিন্দ দেব প্রকট হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী একজন অধিকারীর নিমিত্ত নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সমীপে জানাইলেন। তখন প্রভু কাশীশ্বরকে ব্রজে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। কাশীশ্বর প্রভুর বিচ্ছেদ কারণে যাইতে অস্বীকার করিল প্রভু নিজ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার হস্তে অর্পণ করতঃ বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সেই বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথাহি—শ্রীঅনুরাগবল্লী—

ইহা বুঝি এক গৌরসুন্দর বিগ্রহ। উঠাইয়া দিল হাতে করিয়া আগ্রহ॥
এই আমি সদা মোর দর্শন পাইবা। অঙ্গীকার করিব যে সেবন করিবা॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

ততক্ষণে লঞা গেলা গোবিন্দের স্থানে।
অভিষেক করি রাখে গোবিন্দ দক্ষিণে॥

অদ্যাপিহ সেইরূপ গোবিন্দের কাছে।
আঁখি ভরি দেখয়ে যাহার ভাগ্যে আছে ॥

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি। দিলেন নিজ স্বরূপ বিগ্রহ যত্ন করি ॥
প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল। দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল ॥
শ্রীগৌর গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁরে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা ॥
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া। করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥

তথাহি—শ্রীসাধন দীপিকায়ং মহাপ্রভু পার্ষদ শ্রীমুখশ্রুত বাক্যং—

একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্ — ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপ সনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি স তু তচ্ছ্রুত্বা হর্ষ বিস্মিতোঽভুৎ। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণিস্তদ্ধৃদয়ং জ্ঞাত্বা গৌরঃ পুনঃ কথিতবান্ — শ্রীজগন্নাথ পার্শ্ববর্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ মাননীয়ঃ—স্বয়ং ভগবতানেন মমাভেদং জানীহিঃ এবমেনং সেবস্ব ॥ ইতি ॥ তচ্ছ্রুত্বা তুষ্ণীং বভূব। ততো বিগ্রহ বপুষা শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুনা চ একত্র ভোজনং কৃতম্। ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দ বিগ্রহং বৃন্দাবনং প্রাপয়া মাস। সোঽয়ং শ্রীগোবিন্দ পার্শ্ববর্ত্তী মহাপ্রভুঃ ॥

১২। **শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা**—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনের চক্রতীর্থে অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। বার্দ্ধক্যের কষ্ট দেখিয়া ভকত বৎসল প্রভু প্রকট হইয়া কৃপার প্রকাশ করিলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ। গোপ বালকের ছলে হইয়া সাক্ষাৎ ॥
সনাতন তনু ঘর্ম্ম নিবারি যতনে। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥
বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামী, যে কহি তা অবশ্য মানিবা ॥

সনাতন কহে কহ মানিব জানিয়া। শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া॥

নিজ পাদ চিহ্ন গোবর্দ্ধন শিলা আনি।

সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী॥

ওহে স্বামী, লহ এই কৃষ্ণ পদ চিন্। আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ॥
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে। এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে॥
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন। বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈল সনাতন॥

এইভাবে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নযুক্ত গোবর্দ্ধন শিলা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩। **শ্রীনিত্যানন্দ বট**—শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত শৃঙ্গার বটই নিত্যানন্দ বট নামে খ্যাত।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

দেখ এ অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে। সকলে শৃঙ্গার বট কহয়ে ইহারে॥
তথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস। বাড়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস॥
ইহারেও নিত্যানন্দ বট কেহো কয়। যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয়॥

প্রভু নিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণ শেষে বৃন্দাবনে আসিয়া এই বৃক্ষতলে অবস্থান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে। খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাপুলীনে॥

এই যে অপূর্ব্ব বট বৃক্ষের তলাতে।

ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে॥

ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার।

ক্ষণে কহে কোথা প্রাণ কানাই আমার॥

পরবর্ত্তীকালে এখানে প্রভু নিত্যানন্দের সপ্তম অধস্তন শ্রীপরমানন্দ বা নন্দকিশোর গোস্বামী বঙ্গদেশ হইতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয় আনিয়া স্থাপন করেন। শ্রীল নন্দকিশোর গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সমুজ্জ্বল জোতিষ্ক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমসাময়িক। গোস্বামী

পাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজন শিক্ষা করিয়াছিলেন। গোস্বামীপাদের অলৌকিক প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া যোধপুরের রাজা ও বহু ধনাঢ্য ব্যাক্তি তাঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। গোস্বামী পাদের লিখিত শ্রীরসকলিকা গ্রন্থে তাঁহার বংশ পরিচয় বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—প্রভু নিত্যানন্দ—প্রভু বীরচন্দ্র গোপীজনবল্লভ হরিদেবের প্রপৌত্র শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী।

১৪। **শ্রীঅদ্বৈত বট**—শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীঅদ্বৈত বটের অবস্থিতি সম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণন যথা—

টিলার পূর্ব্বেতে অদ্বৈত বট নাম। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যথা করিলা বিশ্রাম॥
তথা অদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ॥

দ্বাদশ আদিত্য টিলার পূর্ব্ব পার্শ্বে অদ্বৈত বট বিরাজিত। অদ্বৈত প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে আসিয়া কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনকে স্বপ্নাদেশ ক্রমে প্রকট করেন এবং এই বৃক্ষতলে ঝুপড়ি বাঁধিয়া সেবা স্থাপন করেন। এক ব্রজবাসী বৈষ্ণবকে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজে বন পরিক্রমায় গমন করিলেন। এদিকে হিন্দুর দেবতা প্রকট হইয়াছে শুনিয়া যবনগণ রাত্রে হরণ করিতে আসিলে শ্রীবিগ্রহ আত্মগোপন করিলেন। যবনগণ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। পরদিবস পূজারী আগমন করতঃ শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়া ভাবিলেন যবনগণ হরণ করিয়াছে। সেই দিবস অদ্বৈত প্রভু পরিক্রমা অন্তে তথায় আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তখন বিরহ বিক্ষেপে শ্রীমন্দিরে আসিয়া অনশন করিলেন। রাত্রে স্বপ্নাদেশে মদন মোহন বলিলেন, "আমায় লইতে পারে নাই। আমি গোপাল রূপ ধারণ করিয়া পুষ্প মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। এক মাত্র তুমিই সে রূপ দর্শন পাইবে। আর আজ হইতে আমায় 'মদনগোপাল' নামে অর্চ্চন করিবে। তখন অদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তি দর্শন

করিলেন। প্রভু পুনরায় পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলেন। কতদিন পরে মদনগোপাল বলিলেন, তুমি আমায় প্রভাতে মথুরাগত চৌবের হস্তে অর্পণ করিবে। পরদিবস চৌবে আগমন করিলে আচার্য্য তাহার হস্তে প্রাণধন শ্রীমদনগোপালকে অর্পণ করিয়া নিকুঞ্জ বন হইতে বিশাখার নির্ম্মিত চিত্রপত্র গ্রহণ করতঃ শান্তিপুরে আগমন করেন। কতকালে সেই মদনগোপালকে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী গ্রহণ করিয়া 'মদনমোহন' নামে সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু সেই বট তলে এই অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন তাহাই 'শ্রীঅদ্বৈত বট' নামে প্রসিদ্ধ।

১৫। **আমলীতলা।**—আমলীতলা বৃন্দাবনে অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রাম স্থান। প্রভু যে সময় বৃন্দাবন ভ্রমণে গমন করেন সে সময় অক্রূর তীর্থ হইতে প্রাতে চীরঘাটে স্নান করিয়া তেঁতুল তলাতে বিশ্রাম করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুল তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কন॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর॥
তেঁতুল তলে বসি করেন নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন কালে আসি করে অক্রূরে ভোজন॥

তথায় অগণিত লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন লাভে কৃতার্থ হইল। প্রভু মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে সংকীর্ত্তন করেন এবং তৃতীয় প্রহরকাল পর্য্যন্ত লোকে প্রভুর দর্শন পাইল। এখানে কৃষ্ণদাস রাজপুত আসিয়া প্রভুকে দর্শন করেন। কৃষ্ণদাস কেশিঘাটে স্নান করিয়া কালিদহ যাইবার পথে আমলীতলায় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দর্শন করিয়া প্রেমে অভিভূত হন। প্রভু এখানে বহু অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন।

১৬। **শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড**—শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী। কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবন ভবনে আরিঠ গ্রামে আগমন করতঃ লুপ্ত কুণ্ডদ্বয়কে প্রকট করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিঠ গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
আরিঠে রাধাকুণ্ড বার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কে কহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
লুপ্ততীর্থ জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমেপ্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"কালী গৌরী নামে এই ধান্য ক্ষেত কৈনু॥
ইহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু॥"

এইভাবে ধান্য ক্ষেত্রে স্নান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থদ্বয়কে চিহ্নিত করতঃ স্তব সহকারে স্থান মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই স্থান শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সাধনার অনন্য স্থলরূপে পরিণত হইল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শেষ জীবনে এই স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রকট কালেই এই কুণ্ডদ্বয় সংস্কার হইয়াছিল।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া।
প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া॥
নারায়ণ তাঁরে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে।
মুদ্রা লইয়া যাহ ব্রজে আরিঠ গ্রামেতে॥

তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণব প্রধান।
তাঁর আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম॥"

তখন ধনী নারায়ণের আদেশে বদরিকাশ্রম হইতে রাধাকুণ্ডে আসিলেন। তথায় শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর সমীপে সমস্ত কাহিনী বলিলেন। তখন দাস গোস্বামী উক্ত ধনীর প্রদত্ত অর্থের দ্বারা শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কার করেন।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব—শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব শ্রীমুরারী গুপ্ত কর্ত্তৃক সেবিত। বনখণ্ডি মহাদেবের সম্মুখে বিরাজিত। এই শ্রীবিগ্রহদ্বয় বীরভূম জেলার ঘোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া ও কালীপুর কড্যা গ্রামের মধ্যস্থলের মৃত্তিকা গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন। এ স্থানে নিত্য একটি গাভী দণ্ডায়মান হইয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। একদিন ক্ষেপা গোয়ালা ঐ ব্যাপার দেখিয়া স্থানটি খনন করতঃ একটি পুরাতন কাষ্ঠ সিংহাসনোপরি বিরাজিত দারুময় শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ, শ্রীরাধা গোপীনাথ এবং শ্রীধর শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের পাদপীঠের নিম্ন দেশে 'দাস মুরারীগুপ্ত' নাম খোদিত ছিল। তারপর উক্ত বিগ্রহ চতুষ্টয় ঐ স্থান হইতে সিউড়ি গ্রামে আনীত হইয়া সেবিত হইতে লাগিলেন। ইহা প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের অধিক কালের ঘটনা। কিছুদিন পরে শ্রীবলরাম দাস বাবাজী নামক একজন উৎকল দেশীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে উক্ত স্থানে আগমন করতঃ স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময় নদীয়া জেলার উলাগ্রামের জমিদার গৃহিনী শ্রীচন্দ্রশশী দেবী জমিদারীর কার্য্য উপলক্ষ্যে সিউড়িতে আসিয়া মন্দির সংলগ্ন বাটিতে অবস্থান করেন। একদিন শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গদেব তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া মা বলিয়া সম্বোধন করতঃ বলিলেন, 'তুমি পাক করিয়া আমাদের খাওয়াইবে।' তিনি বিগ্রহের সেবক শ্রীবলরাম দাসজীকে সমস্ত বলিলেন। তাঁহার উপদেশ অনুসারে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রভুর ভোগ রন্ধন কার্য্য সম্পাদন

করিতে লাগিলেন। তারপর চন্দ্রশশী দেবী কার্য্য সমাধানে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব স্বপ্নাদেশে বলিলেন, মা তুমি চলিয়া গেলে আমাদের কে খেতে দিবে। তুমি আমাদের মা। আমরা তোমাকে যাইতে দিব না। এই বলিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেই তাঁহার কাপড়ের অঞ্চল কিঞ্চিৎ ছিন্ন হইল। স্বপ্নভঙ্গে ছিন্ন অঞ্চল দেখিয়া চন্দ্রশশী দেবী মোহান্ত বলরাম দাসজীকে সমস্ত বলিলেন। তিনি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের হস্তে ছিন্ন অঞ্চলটি দেখিতে পাইলেন। তদবধি চন্দ্রশশী দেবী তথায় অবস্থান করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার নামে বহু অপবাদ উঠিতে লাগিল। অপবাদ অসহ্য হইয়া উঠিলে চন্দ্রশশী দেবী শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব সমীপে কাতর নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব বলিলেন মা তুমি আমাদিগকে লইয়া বৃন্দাবনে গমন কর। তখন মোহান্ত বলরাম দাসজী ও চন্দ্রশশী দেবী শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বনখণ্ডি মহল্লায় লুইবাজারে একটি নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তথায় চন্দ্রশশী দেবী মৃত্যুর শেষ মূহূর্ত্তকাল পর্যন্ত অবস্থান করিয়া মাতৃভাবে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের সেবা করিয়াছেন। প্রভুদ্বয়, লীলারঙ্গে চন্দ্রশশী দেবীর বাৎসল্য প্রেমের বহু মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পিসিমা গোস্বামিনী নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি অতীব বৃদ্ধাবস্থায় শ্রীমদ নিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীল গোপীশ্বর গোস্বামী প্রভুর হস্তে সেবা স্থাপন করেন। সেবা সমর্পণ কালে শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ছোট মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীল গোপীশ্বর গোস্বামীর পিসিমা গোস্বামিনীকে বলিলেন, আমি এত ছোট মূর্ত্তির সেবায় প্রীতি পাই না।” তখন পিসিমা গোস্বামিনী শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দুই ভায়ের চিবুক ধরিয়া টানিতেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় বড় হইয়া বর্ত্তমানের আকার ধারন

করিয়াছেন। এইভাবে শ্রীমুরারী গুপ্তের সেবিত শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেব গৌড়দেশ হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিজয় করিয়া অপ্রাকৃত লীল প্রকাশ করতঃ অদ্যাবধি জগতবাসীকে ধন্য করিতেছেন।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কুঞ্জ—

মালিপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ খঞ্জ শ্রীভগবান আচার্য্যের পঞ্চম অধস্তন শ্রীগৌরহরি গোস্বামী (লালজী গোস্বামী) সংসার ত্যাগ করতঃ নানাতীর্থ ভ্রমণ অন্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া গোপেশ্বর মহল্লায় শ্রীনিত্যগোপাল জীউ স্থাপন করতঃ শ্রীজগদীশ কুঞ্জ নামকরণ করেন।

॥ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সমাধি ॥

১। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সমাজ— দ্বাদশ আদিত্য টিলার নীচে।
২। „ রূপ „ „ — শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে।
৩। „ শ্রীজীব „ „ — „
৪। „ গোপাল ভট্ট „ „ — শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে।
৫। „ লোকনাথ প্রভুর „ — শ্রীগোকুলানন্দে
৬। „ নরোত্তম ঠাকুর „ — „
৭। „ মধু পণ্ডিতের „ — শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে।
৮। রঘুনাথ ভট্ট „ — শ্রীগোবিন্দ মন্দিরের ঈশানে।
৯। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য „ — ধীরসমীর
১০। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাজ— ধরসমীর
১১। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাজ— শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে
১২। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী সমাজ— কালিদহে
১৩। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের দন্ত-সমাজ— কেশিঘাটে

শ্রীগঙ্গাধর পণ্ডিতের প্রকটকালে দন্ত ভগ্ন হয়। তাহা লইয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনে গিয়া সমাজ দেন। তদবধি "দন্ত সমাজ" নামে অভিহিত।

শ্রীভক্তমালধৃত সমাধির অবস্থিতি যথা

১৪। শ্রীগৌরী পণ্ডিতের সমাজ— ধীরসমীর

শ্রীমান গৌরীদাস পণ্ডিত গোঁসাঞি।
যাঁর বশীভূত শ্রীমান গৌরাঙ্গ নিতাই॥
তাহার সমাধি আর শ্যামরায় জীর। বিরাজয়ে সেই শুভ ধীরসমীর॥

১৫। শ্রীনিবাস আচার্য্য— "তথা আন্ধাবিয়া বট লুকালুকি খেলা।
তার তলে কৃষ্ণরাধা বিহার করিলা॥
শ্রীমান আচার্য্য প্রভু চৈতন্য অভেদ।
তাহার সমাধি তথা সুন্দর ধিরাজ॥"

১৬। শ্রীছয় চক্রবর্ত্তী— "আর ছয় চক্রবর্ত্তী সেই পুরী মাঝে॥"

১৭। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত— "অগ্রে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর
সমাধি তথায় রহে সাধু গুণধীর॥
পরে শ্রীল বংশী বট পরম মহিমা।
দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী॥
পূর্ব্বেতে সমাধি কুঞ্জ সুন্দর প্রাচীর।

১৮। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট— সমাধি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর॥

১৯। শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী— কাশীশ্বর গোস্বামীজী তাহার বামেতে।
প্রভুর সতীর্থ যেহ পিরীত প্রভুতে॥

২০। শ্রীহরিদাস গোঁসাঞি— মোক্ষপদ হরিদাস গোঁসাঞিজী দক্ষিণে।
এবং সমাধি বহু গোস্বামীর গণে॥
পূর্বে বেণুকুপে সখীগণের সহিতে।"

অন্যত্র—

"বেণুকুপ নিকটেতে সমাজ তাহার।
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর॥"

অন্যান্য লীলাকীর্ত্তি

তথাহি—শ্রীভক্তমালে—

"গোপকুঞ্জে রঘুনাথ ভট্ট যে গোসাঞি।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই॥
নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন।
দামোদর রূপ রাধা পরম মোহন॥
শ্রীরূপ শ্রীজীব গোসাঞির গুরু শিষ্যে।
দুই পার্শ্বে দোঁহাকার সমাধি প্রকাশে॥
রূপ গোস্বামীর পদ ধৌত স্থান হয়।
তার রজস্পর্শ অতি ভাগ্যেতে মিলয়॥
০ ০ ০ ০ ০ ০
পূর্ব্বেতে আমলীতলা পতিত পাবন।
গৌরাঙ্গ বসিলা ঘরে আইলা বৃন্দাবন॥
অদ্যাপি আমলী বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান।
মহাপ্রভু তার তলে পরম শোভন॥
ষড়ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে।"

উৎকল দেশীয় তীর্থ

শ্রীশ্রীপুরীধাম

শ্রীপুরীধাম উৎকল দেশে অবস্থিত। তথায় কলিপাপাহত জীবের মোচনের জন্য প্রভু দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবরূপে প্রকট হইয়া বিহার করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টাদশ বর্ষ ক্ষেত্রধামে রাজগুরু কাশীমিশ্রের ভবনে অবস্থান করিয়া ব্রজ অভিলষিত তিন বাঞ্ছা পূরণ করেন এবং সপার্ষদে অলৌকিক লীলা বিলাস করিয়া ক্ষেত্রধামকে মহামহিম তীর্থ ভূমিতে পরিণত করেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মায়ের আদেশে

নীলাচলে আগমন করতঃ শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করেন। তথায় ভাবাবেশ কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সহ মিলন ঘটিলে প্রভু তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে ভক্তি পথে আনয়ন করতঃ ক্ষেত্রধামে লীলা প্রকাশের সূচনা করেন। তারপর রাজা প্রতাপ রুদ্রের গৌর কৃপাপ্রাপ্তি, সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজন বিলাস, অমুখের প্রাণদান, গোপীনাথের জীবন রক্ষা, রথাগ্রে কীর্ত্তন বিলাস, গুণ্ডিচা মার্জ্জন, হরিদাস নির্য্যান, ছোট হরিদাস বর্জ্জন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহ চতুর্ম্মাস্য যাপন, নরেন্দ্রে জলকেলি, পরিমুণ্ডা নৃত্য, জালীয়াকে প্রেমদান, পরমানন্দ পুরীর কূপ লীলা, টোটা গোপীনাথে গদাধর সহ লীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি প্রভুর অলৌকিক লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

গম্ভীরা- শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রধামে আগমন করতঃ দক্ষিণদেশ ভ্রমণের জন্য গমন করেন। সেই সময় সার্ব্বভৌম প্রভুর অভিপ্রায় মত একটি স্থান নিরূপণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"রাজা কহে, ঐছে কাশী মিশ্রের ভবন। ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥

এত কহি রাজা কহে উৎকণ্ঠিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশী মিশ্রে কহিল আসিয়া॥
কাশী মিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হৈব অধিষ্ঠান॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টাদশ বৎসর এই স্থানে অবস্থান করিয়া নিজরস আস্বাদন করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে। এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

লোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব। ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥

তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধু নীরে॥

এইভাবে প্রভু গম্ভীরায় অবস্থান করিয়া নিজরস আস্বাদন করেন। কাশী মিশ্রের শ্রীরাধাকান্তদেবের সেবায় বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপালগুরু, মামুঠাকুর ধ্যান গোস্বামী প্রভৃতি গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ নিয়োজিত ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃষ্ণাভিলাষী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নীলাচলে গমন করিয়া অগ্রে গম্ভীরা দর্শনই বিধেয়। প্রভুর প্রকট বিহার কালে তাঁহার পার্ষদগণ আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রথম ক্ষেত্র যাত্রায় মিলনকালীন সার্ব্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের প্রশ্নোত্তরের বর্ণন যথা—

"রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা গৃহে চলিলা ধাইয়া॥
ভট্ট কহে, এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তারে মিলি সবে তাঁরে সঙ্গে লয়া।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই লীলারীতি স্মরণে তদনুরূপ বিধানে দর্শন আনন্দ উপভোগ করাই আমাদের একান্ত কাম্য হওয়া উচিত।

শ্রীসার্ব্বভৌম আলয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম ভট্টাচার্য্যের ভবনে লীলার প্রকাশ করেন। প্রভু ভাবাবেগে জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হইলে সার্ব্বভৌম প্রভুকে স্বভবনে আনয়ন করেন। সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর ভোজন বিলাসাদিতে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

পরমানন্দ পুরীর কূপ—শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ও প্রভুর গুরু স্থানীয়। প্রভু ক্ষেত্রে আসিলে সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"কাশী মিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥"

সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে পুরীপাদ আলাদা স্থানে মঠ স্থাপন করেন। একদিন প্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া পুরীপাদের মঠে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার কূপজলের কাহিনী শুনিলেন। ঘোলা কর্দমময় জলের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "এই কুপের জল যে স্পর্শ করিবে সেই নিস্তার লাভ করিবে। তাই জগন্নাথদেব মায়াপ্রকাশ করিয়া এইরূপ জল করিয়াছেন।" তারপর প্রভু দুই বাহু উত্তোলন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব সমীপে এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন যে, "যেন ভোগবতী গঙ্গা পাতাল হইতে এই কূপে জলরূপে প্রকট হন।" তারপর প্রভু বাসায় চলিয়া গেলেন। এদিকে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাদেবী কূপজলে প্রকট হইলেন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণ কূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রভাতে সংবাদ পাইয়া প্রভু পুরীপাদের মঠে উপনীত হইলেন। গঙ্গাদেবীর বিজয় লীলা দর্শন করিয়া প্রভু সানন্দে বলিতে লাগিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"প্রভু বলে শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান ফল। কৃষ্ণভক্তি হৈবে তার পরম নির্ম্মল॥"

এই বাক্য বলিয়া প্রভু পরম আগ্রহ সহকারে সপার্ষদে পুরীপাদের কূপজলে স্নান ও পান করিলেন। পুরীপাদের অপ্রাকৃত প্রেম-বৈচিত্র্যের মহিমার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীক্ষেত্রধামে এই পরম মহিমান্বিত কূপটি অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীটোটা গোপীনাথদেব:—শ্রীগোপীনাথদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী কর্ত্তৃক সেবিত। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রধামে গমন করিলে

প্রভু তাঁহাকে যমেশ্বর টোটায় অবস্থানের নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে—

"বিশেষতো গদাধরস্য যমেশ্বরস্য সমীপে।
সমীচীনমেব স্থলং সার্ব্বকালিকং জাতমস্তি॥"

শ্রীগদাধর পণ্ডিত যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা স্থাপন করেন। একদা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-লীলা শ্রবণকালে রাসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান কাহিনী চিন্তা করিয়া ভাবাবেশে সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন। তথায় বিরহিনী ভাবে বালুকা খনন করিতে করিতে শ্রীমতীসহ গোপীনাথ ও ললিতা দেবীর মূর্ত্তি প্রকট করেন। পুরীধামের রাজগুরু শ্রীরঙ্গনাথ গোস্বামী শ্রীগোপীনাথ কথামৃতে এই বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন।

এইস্থানে প্রভু কর্ত্তৃক গদাধর পণ্ডিতের মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ, নিত্যানন্দসহ ভোজন-বিলাস, গদাধর কর্ত্তৃক লিখিত গীতা গ্রন্থে প্রভুর স্বহস্তে শ্লোক লিখন, আর প্রভুর অন্তর্দ্ধানাদি প্রভৃত অপ্রাকৃত প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রভুর অন্তর্দ্ধান বিষয়ে শ্রীভক্তি-রত্নাকরের বর্ণন যথা—

"অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়। তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষণ হৃদয়॥
ন্যাসী শিরোমনি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথে মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥"

শ্রীগিরিধারী দেব :—শ্রীগিরিধারী দেব শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সেবিত; এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে শ্রীগদানন্দ পণ্ডিতে বচন যথা—

"টোটা গোপীনাথ সেবা গদাধরে দিল।
মোরে দিল গিরিধারী সেবা সিন্ধু তটে॥

গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে ॥

বর্ত্তমানে পুরীধামে যে গিরিধারী মঠ রহিয়াছে তাহা কিনা বিচার্য্য।

হরিদাস ঠাকুরের স্থান

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রথম নীলাচলে গমনকালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বৈষ্ণবগণ সঙ্গে নীলাচলে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলনের জন্য এই কথাটি বলিয়া পাঠাইলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—

"হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাও।
তাঁহা পড়ি রহো একলে কাল গোয়াও ॥
জগন্নাথ সেবক মোরে স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহো মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥"

হরিদাসের প্রেরিত বাক্য শুনিয়া প্রভু আনন্দিত হইলেন। তখন গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন। তথাহি

"আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে। একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে ॥
এই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার চাহ কি কারণ।
আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মন ॥"

তারপর হরিদাস আসিয়া মিলন করিলে প্রভু তাঁহাকে সেই বাসস্থানটি দিলেন। তথাহি—

"এত বলি তারে লয়া গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তারে দিল বাসাস্থানে ॥

এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥"

প্রভু প্রত্যহ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সহিত মিলন করতঃ গম্ভীরায় যাইতেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ সনাতনাদি আসিলে হরিদাসের নিকটে অবস্থান করিতেন। প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদের সহিত মিলন করিতেন। এখানে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর সহিত শাস্ত্রালাপকালে প্রভু বহু লীলা করিয়াছেন। প্রভু শ্রীগোবিন্দদাসের মাধ্যমে নিত্য প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিদাস ঠাকুর এখানে নামানন্দে মত্ত রহিলেন। শেষ বয়সে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া সংখ্যা নাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে হরিদাস প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। এই সংবাদ পাইয়া প্রভু হরিদাসের সমীপে আসিয়া বলিলেন, "সিদ্ধদেহে এত ভজন চেষ্টা কেন? তুমি সংখ্যা নাম কম কর" তখন হরিদাস প্রভুর সমীপে সবিনয়ে বলিলেন, "আমার এই আবেদনটি পূরণ করুন।"

তথাহি—

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ। নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। পরদিবস সপার্ষদে আগমন করতঃ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন ও ভুবন পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে ভীষ্মের ন্যায় প্রাণবায়ু বহির্গত করিলেন। প্রভু হরিদাসের দেহ স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে নাচিতে লাগিলেন এবং হরিদাসের অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তারপর বিমানে চড়াইয়া হরিদাসের চিন্ময় দেহ সমুদ্রের

তীরে বালুকার্পণ করিলেন এবং স্বয়ং প্রভু ভিক্ষাব্রতী হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করতঃ হরিদাস ঠাকুরের বিরহ উৎসব পালন করিলেন। যে স্থানে প্রভু হরিদাসের সমাধি প্রদান করিয়াছিলেন সেই 'সমাধি মঠ' অদ্যাপিও বিরাজমান।

শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন রঙ্গে প্রেমে মূর্চ্ছিত হন। পাণ্ডাগণ প্রহারে উদ্যত হইলে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রক্ষা করেন। তদবধি প্রভু গরুড় স্তম্ভের সমীপে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন প্রভুর নিত্যলীলার প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন প্রভুর পদধৌত স্থান সম্পর্কে বর্নন—

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"সিংহদ্বারের উত্তরদিগে কপাটের আড়ে।
বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদ প্রক্ষালন। তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥
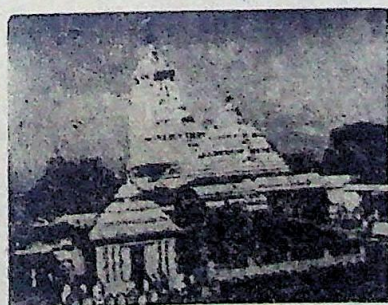
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির

বাইশ পশার পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে।
এক নৃ সিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তারে প্রভু করেন নমস্কার। নমস্কার এই শ্লোক পড়ে বার বার॥
তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন। ঘরে আসি মধ্যাহ্নে করিল ভোজন॥

অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গে বিলীন হইয়া প্রেমলীলা সম্বরণ করেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—২১ অধ্যায়ে

"একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল॥
কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা। গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈল॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—শেষখণ্ড—

সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তর উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে॥
এ বোল বলিয়া সেই জগৎ রায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। কি কি বলি সত্বরে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

নরেন্দ্র সরোবর—শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের এক ক্রোশ দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকট অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্ষেত্রধামে অবস্থান কালীন নরেন্দ্র

সরোবরে ভক্তগণসহ জলক্রীড়া করিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"নরেন্দ্র জলক্রীড়া করে লয়া ভক্তগণ ॥"

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর জলকেলী লীলা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তখণ্ডে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নরেন্দ্র সরোবরের নামকরণ প্রসঙ্গে ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ৩য় তরঙ্গের বর্ণন যথা—

"শ্রীনরেন্দ্র রাজা, শৌচ মহাপাত্র তার।

এ দুয়ের নামে সরোবর-এ প্রচার ॥

নরেন্দ্র সরোবরের আর এক নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—"ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করে জল খেলা।"

নরেন্দ্র বলিতে শ্রীল জগন্নাথদেবের প্রকটকারী মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বুঝায়।

বলগণ্ডী—রথযাত্রাকালে গুণ্ডিচামন্দিরে গমন পথে শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণে এইস্থানে আগমন করেন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রেমলীলা সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণন যথা—

"চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডী স্থানে। জগন্নাথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে ॥

বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন। ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥

আগে নৃত্য করে গৌর লয়া ভক্তগণ। রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥

এই স্থলে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।

কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥

জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ। নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥

রাজা রাজ মহিষীবৃন্দ পাত্র মিত্রগণ। নীলাচলে বাসী যত ছোট বড় জন ॥

নানাদেশের যাত্রীক দেশী যতজন। নিজ নিজ ভোগ তাহা করে সমর্পণ ॥

আগে পাছে দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে।

যেই যাহা পায় লাগায় নাহিক নিয়মে ॥

ভোগের সময়ে লোকের মহা ভিড় হৈল।

নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পায়্যা।
পুষ্পোদ্যান গৃহ পিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া॥
নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘনঘর্ম্ম। সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন॥"
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম। প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম॥

তথাহি—তত্রৈব ১৪ পরিঃ

"এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে॥"
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ॥

এখানে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপদেশে রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া প্রভুর সমীপে আগমন করতঃ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হন।

শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির—গুণ্ডিচা মন্দির ক্ষেত্রধামে অবস্থিত সুন্দরাচলের নামান্তর। এখানে রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব নয় দিন যাবৎ বিশ্রাম করেন। ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থলী। শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রার অগ্রে স্বীয় পরিষদমণ্ডলী সমভিব্যাহারে ঘট ও মার্জ্জনী হস্তে লইয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন লীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে—

"প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইলা।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌমে বোলাইয়া নিলা॥
তিনজন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল। গুণ্ডিচা মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥

* * *

আর দিনে প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা মন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী-লঞা করিল শোধন॥

ভিতর মন্দির উপর সকল মার্জ্জিল। সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল ॥

ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥
চারিদিকে শত ভক্ত সামার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে ॥"

অদ্যাপি প্রভুর প্রেমলীলা অনুকরণে তৎকৃপাভিলাষী ভক্তগণ গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া থাকেন।

আইটোটা—আইটোটা গুণ্ডিচা-মন্দিরের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যান বিশেষ। রথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে বিশ্রাম করিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥

আঠারনালা—আঠারনালা শ্রীপুরীধামে প্রবেশ পথের আঠারটি খিলান যুক্ত সেতু বিশেষ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন পথে কমলপুর হইতে আঠারনালায় পেঁৗছান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্ম্মাস্য যাপনে ক্ষেত্রে পেঁৗছিলে তথা হইতে প্রভুর প্রেরিত পার্ষদগণ তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন অর্পণ করিয়া সম্বোধনা করিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

আঠার নালাতে আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ দিয়া ॥
দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পড়াইল।
অদ্বৈত অবধূত গোঁসাঞি বড় সুখ পাইল ॥
তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইল দুই জন ॥

আলাল নাথ—আলাল নাথ উৎকলে অবস্থিত। প্রভু দক্ষিন যাত্রাকালে আলাল নাথ পর্য্যন্ত ভক্তগণ সঙ্গে গমন করেন। নীলাচল ধাম হইতে

বালুকাময় পথে ৬/৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চতুর্ভুজ বাসু-দেবের বিগ্রহ বিরাজিত। মহাপ্রভুর ষাষ্টাঙ্গ প্রণামের চিহ্ন তথায় একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে বিরাজমান। দক্ষিণ হইতে ফিরিবার কালে প্রভু এই স্থান হইতে সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে অগ্রে ভক্তগণ সমীপে পাঠাইয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল॥"

জলেশ্বর—জলেশ্বর উৎকলে বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রধামে যাত্রাকালে সুবর্ণরেখা পার হইয়া কতক দূর গমন করতঃ দণ্ডভঙ্গ লীলা করেন। তথা হইতে বাহ্য ক্রোধে একাকী জলেশ্বরে উপনীত হন। তথায় প্রভু জলেশ্বর শঙ্কর সমীপে নৃত্য-গীত করিতেছেন সে-সময় নিত্যানন্দ মুকুন্দাদি পার্ষদগণ আসিয়া মিলন করিলেন।

রেমুনা—রেমুনা উৎকলে বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বাসে বা রিক্সায় যাইতে হয়। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র যাত্রাকালে জলেশ্বর হইতে বাঁশধার পথে শাক্তন্যাসীগণকে উদ্ধার করিয়া রেমুনায় আগমন করেন। রেমুনায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। শ্রীগোপী-নাথ দেব মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া "ক্ষীর চোরা গোপীনাথ" নামে অভিহিত হন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা পালনের জন্য চন্দনোদ্দেশে ক্ষেত্রে যাত্রা কালে এখানে আসেন। সে সময় তথায় শ্রীগোপালদেবের স্বপ্নাদেশ ক্রমে শ্রীগোপীনাথ দেবের অঙ্গে সেই মলয়জ চন্দন ঘর্ষণ করতঃ অর্পণ করেন। এখানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুষ্পসমাধি বিদ্যমান।

রেমুনায় বিরাজিত শ্রীগোপালদেবের প্রকট রহস্য সম্পর্কে মুরারী গুপ্তের কড়চার ৩য় প্রক্রম ৬ষ্ঠ সর্গের বর্ণন যথা—

তথাহি—৩য়/৪র্থ শ্লোকঃ

"রেমুনায়াং মহাপুর্য্যাং দ্রষ্টুং গোপালদেবকম্ ॥

বারণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতং পূজিতং পুরী।

ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতং হরিঃ ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—মধ্যখণ্ডে—

মহাপুরী রেমুনাতে আছয়ে গোপাল। দেখিবারে ধায় প্রভু আনন্দ অপার ॥

পূর্ব্বে বারাণসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল।

ব্রাহ্মণেরে কৃপা ছলে এথা আচম্বিত ॥
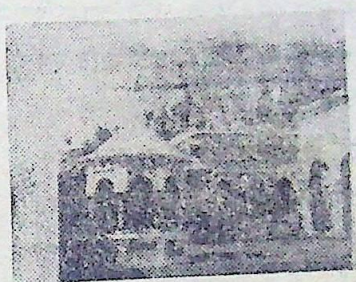
গোপীনাথের মন্দির (রেমুনা)

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীপাদের লীলা বিজড়িত রেমুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মহাতীর্থ।

ভুবনেশ্বর—ভুবনেশ্বর উৎকলে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমনকালে সাক্ষীগোপাল হইতে ভুবনেশ্বর উপনীত হন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"তবে প্রভু আইলেন ভুবনেশ্বর। 'গুপ্তকাশী' বাস যথা করেন শঙ্কর ॥

সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।

'বিন্দু সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি ॥

শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।

স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥"

ভুবনেশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা। প্রভু কাশীরাজকে দলন করিলে সুদর্শনচক্র

শঙ্করের পিছনে ধাবিত হইতে লাগিল। তখন নিরুপায় অবস্থায় শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়া স্তবাদি করিতে লাগিলেন। প্রভু শঙ্করের প্রতি সদয় হইয়া বর প্রদান করিলেন। যথা—

তথাহি—তত্রৈব—

শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্যস্থান। সর্ব্বগোষ্ঠী সহ তথা করহ প্রয়াণ॥
একাম্রক বন নাম স্থান মনোহর। তথায় হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥

সেহো বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী॥
সেই স্থান শিব আজ কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধু তীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥

সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি। প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে। তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি মুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর। তথায় বিখ্যাত হৈবা ভুবনেশ্বর॥
শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীভুবনেশ্বর দেবের অর্চ্চন করিয়া তথায় বিরাজিত সমস্ত দেবালয় দর্শন করেন।

কমলপুর—কমলপুর উৎকলে দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত মালতী পাটপুর স্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রযাত্রাপথে ভুবনেশ্বর হইতে কমলপুরে আগমন করেন। তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের দেউল দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। এইখানে প্রভু দণ্ডভঙ্গ লীলা সংঘটিত হয়।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল॥

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
তথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইয়া।
দণ্ডবৎ হয়া প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥"

চতুঃদ্বার—চতুঃদ্বার উৎকলে অবস্থিত। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুঃদ্বারে যাওয়া যায়। ইহাকে সাধারণতঃ 'চৌদার' বলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রাকালে কটকে উপনীত হন। তথা হইতে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত নব্য নৌকারোহণে জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে চিত্রোৎপলা নদী হইয়া চতুঃদ্বারে উপনীত হন। তথায় রাজা প্রতাপরুদ্র নব্য আবাসিক নির্ব্বাণ করাইয়া প্রভুকে অবস্থান করান। প্রভু প্রাতে প্রাতঃস্নান কৃত্যাদি করেন। রাজার আদেশে পড়িছা মহাপ্রসাদ আনয়ন করিলে প্রভু সপার্ষদে ভোজন করিয়া গমন করেন।

কটক—কটক উৎকলে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র যাত্রাপথে ও বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমনকালে সপার্ষদে কটকে পদার্পণ করেন। প্রভু ক্ষেত্র যাত্রাকালে যাজপুর হইতে কটকে আগমন করতঃ শ্রীসাক্ষীগোপালদেবকে দর্শন করেন। এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া প্রেমে অভিভূত হন। আর বৃন্দাবন যাত্রাকালে এখানে প্রভু সপার্ষদে প্রসাদ গ্রহণ ও বিশ্রামাদি করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন। স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সবগণ নিমন্ত্রিল। বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুল তলে করিল বিশ্রাম॥

যাজপুর—যাজপুর উৎকলে অবস্থিত। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র

যাত্রাকালে রেমুনা হইতে যাজপুরে গমন করেন। তথায় আদি বরাহ দেবকে দর্শন করেন। মহাতীর্থ বৈতরণী, নাভিগয়া, বিরজাদেবীর স্থান প্রভৃতি বিরাজিত। তথা হইতে ক্ষেত্রধাম দশযোজন। প্রভু প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া আদি বরাহে গমন করেন। তথায় সপার্ষদে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করতঃ পারিষদগণকে ছাড়িয়া প্রভু পলায়ন করিলে নিত্যানন্দ সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। প্রভু একাকী যাজপুরের লক্ষ লক্ষ মন্দির দর্শন করিয়া পরদিবস আসিয়া মিলিত হন।

সত্যভামাপুর—সত্যভামাপুর উৎকলে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের তিন মাইল পূর্ব্বে ভার্গবী নদীর তীরে উড়িষ্যাট্রাক রোড বা জগন্নাথ রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রস্তর ময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। এই গ্রামে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকে সত্যভামাদেবী স্বপ্নাদেশ প্রদান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥

আমার নাটক পৃথক করহ রচন। আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥"

চাকুলিয়া—চাকুলিয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। হাওড়া নাগপুর রেলপথে ঝাড়গ্রামের কয়েক ষ্টেশনের পরবর্ত্তী চাকুলিয়া রেলষ্টেশন। ইহা প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীদামোদর গোঁসাইর শ্রীপাট। দামোদর গোঁসাই ও রসিকানন্দ প্রভু বাল্যে একসঙ্গে বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। প্রভু শ্যামানন্দ রসিকানন্দকে শিষ্য করিয়া কতেক দিবস অবস্থান করতঃ ক্ষেত্রে গমন করেন। তথা হইতে ব্রজধামে গমনকালে চাকুলিয়া গ্রামে দামোদর গোঁসাইর ভবনে পদার্পণ করেন। দামোদর প্রথমে যোগনিষ্ঠ ছিলেন। শেষে প্রভু শ্যামানন্দের প্রসাদে ভক্তি পরায়ণ হন। প্রভু রসিকানন্দ শ্যামানন্দ সহ তথায় আগমন করিয়াছেন। একদা রসিকানন্দ কতক্ষণ দামোদরের সহিত শাস্ত্রালাপ

করিয়া শেষে বলিলেন, তুমি সবংশে প্রভু শ্যামানন্দের আশ্রয় গ্রহণ কর। দামোদর বলিলেন, প্রভু শ্যামানন্দ কিছু প্রকাশ আমায় দর্শন করাইলে অবশ্য তাঁহার চরণে শরণ লইব। তাহাই হইল। প্রভু শ্যামানন্দ কিছুদিন তাঁহার ভবনে অবস্থান করিলেন। একদা ভোজনান্তে কর্পূরাদি অর্পণ করিয়া দামোদর পবন সাধনের জন্য খর্ব্ব নদীর তীরে উপনীত হইলেন। তথায় প্রভু শ্যামানন্দের অত্যদ্ভুত প্রকাশ দর্শন করিলেন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"নবীন কিশোরমূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর। ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শিখি পুচ্ছধর ॥
পীতবাস পরিধান মনোহর বেশে। শ্যামানন্দ দেখিলেন তার বাম পাশে ॥
রত্ন সিংহাসনে দেখি দোঁহা বিদ্যমান।
নিজবেশে শ্যামানন্দ তাম্বুল যোগান ॥
দেখি কৃষ্ণ প্রিয়ারূপ শ্যামানন্দ রায়। চমকিতে দামোদর পড়িলেন পায় ॥"

প্রভুর অন্তর্দ্ধানে দামোদর কান্দিতে কান্দিতে গৃহে আসিয়া প্রভু শ্যামানন্দের শ্রীচরণে পতিত হইলেন। এইভাবে প্রভু শ্যামানন্দ আপন বৈভব প্রকাশ করিয়া দামোদর গোঁসাইকে দীক্ষা প্রদানে ভক্তি পরায়ণ করিলেন।

সেগুলা সেগুলা উৎকলে অবস্থিত। প্রভু শ্যামানন্দের লীলাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে রসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া উৎকলে আসিলেন। সেই সময় সেগুলা গ্রামে আসিয়া বিষ্ণুদাসকে কৃপা করতঃ 'রসময় দাস' নামকরণ করেন এবং তথায় বহু সংকীর্ত্তন বিলাস করেন।

তথাহি—শ্রীরসিক মঙ্গলে—

"বনভূমি পথে দোঁহে আইলা ত্বরিতে। নাগপুর দিয়া উত্তরিলা সেগুলাতে ॥
বিষ্ণুদাস বলিয়া আছেন ভাগ্যবান। তার গৃহে আসি প্রভু করিল বিশ্রাম ॥
সবংশে হইলা শিষ্য সেই মহাশয়। নাম আজ্ঞা হৈল তার দাস রসময় ॥"

বনভূমি—বনভূমি উৎকলে অবস্থিত। প্রভু রসিকানন্দের লীলাভূমি। প্রভু রসিকানন্দ তথায় রামকৃষ্ণ ও দিনশ্যাম দাসকে শিষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আচণ্ডালে প্রেমদান কর।

সর্ব্ব রাজা প্রজাগণে দেহ হরিনাম। বনভূমি সবাকারে প্রেমভক্তিদান॥
আমারে মাগিল ভিক্ষা শ্যামানন্দ রায়।
জীব পরিত্রাণ কর আমার আজ্ঞায়॥
সেইমত দোঁহাস্থানে ভিক্ষা মাগি আমি।
উৎকলে সবারে হরিনাম দেহ তুমি॥"

তাঁহারা প্রভু রসিকানন্দের আদেশে বনভূমি দেশে কোটি কোটি শিষ্য করিল এবং বহু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি সেবা ও বৈষ্ণব সেবানন্দে দেশ ধন্য করিল।

কানপুর—কানপুর উড়িষ্যায় অবস্থিত। পুরী প্যাসেঞ্জার বা খড়গপুর হইতে ভদ্রক লোকালে অমরদা রোড ষ্টেশনে নেমে আধা মাইল যাইতে হয়। এখানে প্রভু শ্যামানন্দের সমাধি বিদ্যমান।

গয়া—গয়া বিহার রাজ্যে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্ভবতঃ ১৪২৭ শকে পৌষমাসে পিতৃপিণ্ডদান উদ্দেশ্যে গয়াধামে গমন করেন। প্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যাদিসহ গয়াযাত্রা করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে—

"গয়ারা ইতোবৎ স্বগৃহমগমদ্ভুবিকরুণ প্রভুঃ
পৌষমাসান্তে সকল তনুভক্তাপশনঃ।"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া। নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান। যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে। পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥"

তারপর প্রভু বিপ্রগণ মুখে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া প্রেমে অভিভূত হইলেন। ক্রমে ক্রমে গুপ্তপ্রেমের প্রকাশ ঘটিল। সহসা শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু ভৃত্যের মিলনে গয়াধামে প্রেমবন্যা উথলিত হইল। প্রভু বিচিত্র প্রেম বিলাসের মাধ্যমে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নদীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চীরনদ—চীরনদ সম্ভবতঃ বিহার রাজ্যে অবস্থিত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পিতৃপিণ্ডদান উদ্দেশ্যে গয়াযাত্রাকালে চীরনদে স্নান ও তর্পণ অন্তে জ্বর প্রকাশ করেন। তারপর বিপ্রপাদোদক পান করিয়া জ্বর উপশম করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য—

"পথি স চীবনদে প্রভুরাত্মনোৎ প্লবন তর্পণ পূজনমুৎসুকঃ।
অরিতমস্থ বপুঃ সমভূত্ততো ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ॥"

কানাইর নাটশালা—কানাইর নাটশালা সাঁওতাল পরগণার ডুমকা জেলায় অবস্থিত। বরহারওয়া জংশনের দুই ষ্টেশন পরে তিন পাহাড়ী জংশন তাহার এক ষ্টেশন পরে তালঝরি ষ্টেশন। তথা হইতে হাঁটা পথে (বর্ষাভিন্ন) দুই মাইল। অন্যপথ তিনপাহাড়ী জংশন হইতে রাজমহল ষ্টেশন নামিয়া পাঁচ মাইল পথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে গৃহে ফিরিবারকালে এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। আর যখন প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আসেন, সেই সময় রামকেলি হইতে পদব্রজে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন করিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রহেলী স্মরণ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নৃসিংহানন্দ প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার জন্য কুলিয়া হইতে পথ সাজাইয়া নাটশালায় গমন করেন। উক্ত স্থান হইতে আর অগ্রসর হইতে পরিলেন না। তখন উপলব্ধি করিলেন যে, "প্রভু এই পর্য্যন্ত আসিয়াই ফিরিবেন।" প্রভু উক্ত স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনঃ শান্তিপুরে আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক গয়া হইতে গৃহে ফিরিয়া ভাবাবেগে এই স্থানের লীলা কাহিনী বর্ণন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"কানাইর নাটশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর। নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ শোভে তদুপরি। ঝলমল মনিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর। চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল স্তম্ভ যিনি ভুজে রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥

কি কহিব সে পীতধরার পরিধান। মকর কুণ্ডল শোভে, কমল নয়ান ॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে ॥

ত্রিহুত—ত্রিহুত বিহার রাজ্যে দ্বারভাঙ্গা জেলায় সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত। এখানে শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর জন্মস্থান।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—
"তিরোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ ॥"

ঘন্টশীলা—ঘন্টশীলা বিহার রাজ্যে অবস্থিত। খড়গপুর ষ্টেশন হইতে টাটা প্যাসেঞ্জারে যাওয়া যায়। ইহার বর্তমান নাম ঘাটশীলা।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পাণ্ডবগণের বিশ্রাম স্থান ও রসিকানন্দের দীক্ষাভূমি। প্রভু শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আগমন করতঃ প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে উৎকলে আগমন করিলেন। সেই সময় এখানেই রসিকানন্দ সহ শ্যামানন্দের মিলন হয়। রসিকানন্দ কৃষ্ণ প্রেমাবেশে রাউনি হইতে ঘন্টশীলায় আসিয়া অবস্থান করেন। বিপ্র জগন্নাথ নামক জনৈক পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং সুবর্ণরেখা তীরে পাণ্ডবগণের বিশ্রাম স্থানাদি দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণধ্যানানন্দে রসিকানন্দ উপবিষ্ট আছেন, সহসা শ্রীকৃষ্ণ মুরলীমনোহর রূপে দর্শন প্রদান করিয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার উপদেষ্টা আমার প্রেয়সীরূপা শ্যামানন্দ শীঘ্রই এখানে আগমন করিবে। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে রসিকানন্দ প্রেমে মূর্চ্ছিত হলেন। আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। রসিকানন্দ প্রভু শ্যামানন্দের আগমন ঘটিল। প্রভু শ্যামানন্দ এখানে আসিয়া রসিকানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। তারপর রসিকানন্দের গৃহে চারিমাস অবস্থান করিয়া তাঁহাকে দীক্ষাদি প্রদান করতঃ প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃত অলৌকিক প্রেমলীলার প্রকাশ করেন।

——

কাশীধাম

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে ও ফিরিবার কালে কাশীধামে পদার্পণ করেন। কাশীবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীতপন মিশ্র তৎপুত্র ষড় গোস্বামীর একজন শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, চন্দ্রশেখর, মহারাষ্ট্র, বিপ্র, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রাকালে কাশীতে গমন করেন, তখন প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসীগণ গৌরাঙ্গ নিন্দায় প্রমত্ত। প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'গৌরাঙ্গের ভাবকালি কাশীপুরে চলিবে না।' প্রভু চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস ও তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নিমন্ত্রণ গ্রহণরঙ্গে দশদিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। প্রভু পূর্ব্বে যখন বিদ্যাবিলাসে বঙ্গদেশে যান সে সময় তপন মিশ্র স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া সাধ্যসাধন তত্ত্ব পরিজ্ঞাতার্থে প্রভুর সহিত মিলন করেন। প্রভু তাহার বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া কাশীতে বাস করিবার আজ্ঞা দেন। তদবধি তপন মিশ্র কাশীবাসী হইলেন। চন্দ্রশেখর পুঁথি লিখিয়া উপজীবিকার্থে কাশীবাসী হন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর পূর্ব্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখন বৃত্তি বারাণসী বাস॥"

কাশীধামে চন্দ্রশেখরের ভবন সম্পর্কে প্রেমবিলাসের বর্ণন এইরূপ।

তথাহি—

পার হৈয়া গেলা যাঁহা রাজঘাট। বিশ্বেশ্বর যেই ঘাটে ধরিলেন বাট॥
পরিক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে। তাহা যে উত্তর মুখে করিল গমনে॥
ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর।
নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অন্তর॥
পূর্ব্ব মুখে দ্বার বাড়ী তুলসী দেবী বামে।
সনাতনের স্থান দেখি করিলা প্রণামে॥

ভিতর আবাস যাই করিল দর্শন। প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন।

প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই মাস কাশীপুরে অবস্থান করতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণকে ত্রাণ করেন। মহারাষ্ট্রি বিপ্র ভবনে ভিক্ষা নিমন্ত্রণে আহুত হইয়া প্রভু সর্ব্বশেষে গমন করতঃ পদধৌত স্থানে উপবেশন করিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। তখন সন্ন্যাসীগণের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী আসন হইতে উঠিয়া প্রভুকে সসম্মানে সভা মধ্যে বসাইলেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। এই আলোচনাই কাশীধামে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের সূচনা। তারপর একদিন পঞ্চনদে অবগাহন করিয়া বিন্দুমাধব মন্দিরের সংকীর্ত্তন কালে প্রভু বৈভব প্রকাশ করিলে তাহা দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিল। সঙ্গে সঙ্গে কাশীপুরে সন্ন্যাসী সকলে গৌরপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইলেন। সেই সময় সনাতন গোস্বামী গিয়া চন্দ্রশেখর ভবনে প্রভুর সহিত মিলন করেন। দুই মাস প্রভু তাহাকে সমীপে রাখিয়া শক্তি সঞ্চার করতঃ বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্রাদি করণে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তথায় প্রভুর করুণাকটাক্ষে সনাতন অঙ্গের ভোট কম্বলখানি গঙ্গার এক গৌড়ীয়াকে অর্পণ করিয়া তাহার জীর্ণ কান্থাখানি গ্রহণে বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি হন।

প্রয়াগ—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রয়াগে পদার্পণ করেন। যাত্রাকালে প্রয়াগে তিনদিন অবস্থান করতঃ বিন্দুমাধব দর্শনে নৃত্য গীতাদি করেন। ফিরিবার কালে প্রয়াগে আসিয়া দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করেন। তথায় শ্রীরূপ গোস্বামী ভ্রাতা অনুপমসহ গৃহত্যাগ করিয়া প্রভু ভট্ট গৃহে যান। ভট্ট বিবিধ-বিধানে প্রভুর পরিচর্যা করেন। তথায় রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভুর সহিত মিলিত হয়। তারপর প্রয়াগে আসিয়া রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা করান।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

লোক ভীড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া। শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
প্রভু এখান হইতে শ্রীরূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

দাক্ষিণাত্য তীর্থ

কুর্ম্মতীর্থ—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ তথা হইতে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গমন করেন। সেই সময় কুর্ম্মতীর্থে আগমন করেন। কুর্ম্মতীর্থবাসী কুর্ম্মনামক বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে লইয়া যান এবং সবংশে প্রভুর পাদোদক পান করতঃ বিবিধ বিধানে সেবা পরিচর্য্যা করেন। পরদিবস প্রাতে প্রভু রওনা হইলেন। এদিকে বাসুদেব নামক জনৈক কুষ্ঠক্রান্ত ব্রাহ্মণ রাত্রে কুর্ম্মগৃহে প্রভুর আগমন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে চলিলেন। কিন্তু যখন আসিয়া শুনিলেন যে, তিনি প্রাতে চলিয়া গিয়াছেন তখন বহুত বিলাপ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভক্তদুঃখ নিবারণের জন্য আবির্ভূত হইলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।
সেইক্ষণে প্রভু আসি তারে আলিঙ্গিলা॥
প্রভু স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল। আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥"

তখন ব্রাহ্মণ প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বহু কৃপা উপদেশ দান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে দুই ব্রাহ্মণ গলাগলি করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যানগর—প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণকালে গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে আগমন করেন। এখানে রায় রামানন্দসহ প্রভুর প্রথম মিলন হয়। প্রভু ক্ষেত্রে অবস্থানকালীন সার্ব্বভৌম রামানন্দসহ মিলনের কথা বলিয়াছিলেন। প্রভু সেই উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া গোদাবরী নদী ও তটস্থ বন দেখিয়া যমুনা

ও বৃন্দাবন স্মৃতি হইল। প্রভু বৃন্দাবনাবেশে গোদাবরীতে স্নান করিয়া কতক্ষণ নৃত্যগীত করতঃ ঘাট ছাড়িয়া কতদূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণে কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত বাদ্যাদি সহকারে দোলায় চড়িয়া রায় রামানন্দ গোদাবরী স্নানে আগমন করিলেন। প্রভু রায়ে দেখিয়া চিনিলেন এবং মিলনের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। রায় বিধিমত স্নান তর্পণাদি করতঃ প্রভুর অপূর্ব্ব মাধুরী দর্শনে শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মিলনে প্রেম উথলিত হইল। তথায় এক বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বভবনে আনিলে তথায় দশ রাত্রি অবস্থান করিয়া রামানন্দ সহ কৃষ্ণকথানন্দে কাটাইলেন। কত-দিনে দক্ষিণ ভ্রমনান্তে প্রভু ফিরিবার পথে বিদ্যানগরে আসেন। সে সময় রামানন্দ সহ মিলন করতঃ তাহাকে জগন্নাথে আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধবট—প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রকণকালে সিদ্ধবটে আসিয়া সীতাপতিকে দর্শন করেন। তথায় নৃত্যগীতাদি করিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে পদার্পণ করেন। প্রভুর দর্শনে বিপ্রের ভাবান্তর ঘটিল। রামনাম ছাড়িয়া কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে প্রশ্ন করিলে বিপ্র বলিল, "তোমার দর্শনে আমার আবাল্য কৃত রাম নাম অন্তর্হিত হইয়া আপনা হইতেই কৃষ্ণনাম স্ফুর্ত্তি হইতেছে।"

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসেন। প্রভু কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আগমন করেন। তথায় বেঙ্কট ভট্ট প্রভুকে নিমন্ত্রণ করতঃ স্বভবনে লইয়া আসেন। বেঙ্কট ভট, ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই। তিনজনেই গৌরাঙ্গ পার্ষদ। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট বড় গোস্বামীর একজন। প্রভু ভট্টের অনুরোধে তাহার ভবনে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর। শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস। তাহাঞি রহিলা বর্ষা চারিমাস॥

ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। প্রভুর প্রসাদে তিনি মুরলী মনোহর শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইলেন। প্রভু চারিমাস রঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা করেন। শ্রীরঙ্গ মন্দিরে গীতা পাঠকারী এক বিপ্রের ভক্তির ঐতিহ্যে প্রভু তাহাকে করুণা করেন। যে গুণে প্রভু তাহাকে করুণা করিলেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহার। বর্ণন এইরূপ।

তথাহি—

বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি ॥

অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর। বসিয়াছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত উপদেশ তারে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥

পণ্ডিতগণ তাহার অশুদ্ধ পঠনে পরিহাস করিলেও বিপ্র এরূপ দর্শনে ভাবাবেগে সর্ব্ব পরিহাস তুচ্ছ করিয়া পাঠ করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণ চারিমাস ভট্টগৃহে প্রভুর সঙ্গ আনন্দে বিভোর হইলেন।

ঋষভ পর্ব্বত—প্রভু রঙ্গক্ষেত্র হইতে ঋষভ পর্ব্বতে আগমন করেন। তথায় শ্রীপরমানন্দ পুরীর সহিত মিলন হয়। প্রভু পুরীসহ কৃষ্ণকথারঙ্গে তথায় তিনদিন অবস্থান করেন।

তথাহি—

ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি। নারায়ণ দেখি তাহা নতিস্তুতি করি ॥

পরমানন্দ পুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোঁসাইর পাশ ॥

দক্ষিণ মথুরা—প্রভু ঋষভ পর্ব্বত হইতে শ্রীশৈলে আসিলে শিবদুর্গা তথায় ব্রাহ্মণবেশে তিনদিন ভিক্ষা দিয়া নিভৃতে বসিয়া গুপ্তকথা বলেন। তথা হইতে কামগোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরাতে আসেন।

তথাহি—

দক্ষিণ মথুরা আইলা কামগোষ্ঠী হৈতে।
তাহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥

সেই বিপ্র মহাপ্রভু কৈল নিমন্ত্রণ। রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥

কৃত মালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাক নাহি করে॥

প্রভু সমীপে বিপ্র নিজ ভাবের অভিব্যাক্তি করিয়া রন্ধন করতঃ তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণে বিপ্রের বিষাদ বাক্য শ্রবণে প্রভু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া চলিলেন। তারপর দুর্ব্বেসম মহেন্দ্র শৈল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বরে আসিয়া তথায় কুর্ম পুরাণের পতিব্রতা উপাখ্যানে রাবণ কর্ত্তৃক মায়া সীতাহরণ ও অগ্নি কর্ত্তৃক মূল সীতার রক্ষণ কাহিনী শুনিয়া তাহার পুরাতন পুঁথিটি লইয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আসিয়া উক্ত বিপ্রে প্রদান করতঃ ভক্ত দুঃখ বিনাশ করিলেন। বিপ্র সানন্দে প্রভুর ভিক্ষাদি দিয়া স্তুতি নতি করিলেন।

ভট্টমারি—প্রভু কন্যাকুমারী হইতে আমলীতলায় শ্রীরাম দর্শন করিয়া মল্লারে আসেন। তথাহি—

মল্লার দেশেতে আইলা যথা ভট্টমারি।
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপানি॥
রঘুনাথ দেখি তাহা বঞ্চিলা রজনী।
গোঁসাঞিের সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ॥
ভট্টমারী সহ তাঁহা হৈল দরশন॥

ভট্টমারীগণ স্ত্রীলোক দেখাইয়া সরল বিপ্রের সর্ব্বনাশ করিল। কৃষ্ণদাস গমনে প্রভু প্রাতে গিয়া ভট্টমারীগণ সমীপে নিজ সেবকে চাহিলেন। তাহারা অস্ত্র লইয়া মারিতে উদ্যত হইল। ভট্টমারীগণ নিজ নিজ অস্ত্রে নিজে নিজে খণ্ড খণ্ড হইয়া পলায়ণ করিল। প্রভু কৃষ্ণদাসের কেশে ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

উড়ুপ তীর্থ—উড়ুপ তীর্থে মাধবাচার্য্যের গাদী অবস্থিত। মাধবাচার্য্য গোপীচন্দনের নৌকায় গোপাল মূর্ত্তি পাইয়া তথায় স্থাপন করেন। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে তথায় গমন করেন। সেবক তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে

মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে উপেক্ষা করিল। শেষে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া প্রভুর শরণ লইলেন। পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণকালে অদ্বৈত প্রভু উড়ুপে গমন করিলে তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত মিলন হয়। মাধবেন্দ্র পুরী অনন্ত সংহিতায় গৌরাঙ্গ প্রকট বার্ত্তা জানাইলে অদ্বৈত প্রভু পুরীর নিকট হইতে অনন্ত সংহিতা পুঁথিখানি লিখিয়া লইয়া আসেন।

পাণ্ডুপুর তীর্থ—প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে পাণ্ডুপুর তীর্থে গমন করেন।

তথাহি—

তথা হৈতে পাণ্ডুপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥

প্রভু ভাগীরথী স্নান করিয়া বিঠ্ঠল দর্শনে আসেন। সে সময় এক বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় শ্রীরঙ্গপুরীর বার্ত্তা পাইয়া প্রভু তাহার দর্শনে গমন করেন।

তথাহি—

মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্র গৃহে বসিয়াছে দেখিল তাহারে॥

উভয়ের মিলনে বহু প্রেমরঙ্গ হইল। শেষে প্রসঙ্গে বলিলেন।

তথাহি—

শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স।
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম ধারণ করেন। প্রভু এই পাণ্ডুতীর্থে চারিদিন বিপ্রগৃহে অবস্থান করেন।

কৃষ্ণবেন্না তীর—প্রভু পাণ্ডুতীর্থ হইতে কৃষ্ণবেন্না তীরে আগমন করেন।

তথাহি—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্না তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥

ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত্র। বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ কর্ণামৃত ॥

কৃষ্ণ কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহা যত্ন করি পুঁথি আইলা লঞা ॥

প্রভু এখান হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয় পাইয়া লিখাইয়া লইয়া আসেন।

দণ্ডকারণ্য—প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়া এক অলৌকিক লীলার প্রকাশ করেন।

তথাহি—

ধনুতীর্থ দেখি করিলা নির্বিন্ধ্য স্নানে। ঋষ্যমুখ গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর। অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল। সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥

শূন্য স্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ॥

বড় গৌড়িয়া গাদি—বড় গৌড়িয়াগাদি গুজরাটে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী এই গাদি স্থাপন করেন। পাঞ্জাব দেশের লাহোরে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল। সেই সময় সেই দেশের লোক কেহই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু সপ্তম বর্ষীয় বালক কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রেমাবেশে পূর্ব্বমুখে চলিলেন। কতদিনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনোপরি বিরাজিত শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীগোপাল-দেবের পূজারী এই অপূর্ব্ব ভাবগ্রস্থ বালক দেখিয়া অতীব যত্নসকারে রাখিলেন। বালক তথায় দীক্ষাদি গ্রহন করিল। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সমস্ত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দর্শন করিবার জন্য গৌড়দেশে

যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন ; সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন দর্শন উপলক্ষ্যে তথায় উপনীত হইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া বালক কৃষ্ণদাস আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তারপর প্রভুকে বহুক্ষণ স্তবাদি করিয়া বলিতে লাগিলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিমালে—

শিশু কহে, মোর হৃদে প্রবেশিল যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই ॥

বালক কৃষ্ণদাসের স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভু নিজের কণ্ঠ হইতে গুঞ্জমালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং শক্তি সঞ্চার করতঃ বলিলেন, "তুমি আমার শক্তিবলে পশ্চিম দেশে গিয়া প্রেমধন বিতরণ কর।" প্রভু গুঞ্জামালা বিতরণ প্রদান করায় তাহার নাম 'কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী' হইল। প্রভুর আদেশ পালনার্থে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী প্রেম প্রচারের জন্য সর্ব্বপ্রথম মল্লার দেশে প্রবেশ করেন। তথায় সেবাস্থাপন করিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বানোয়ারী চন্দ্রকে শিষ্য করতঃ তাহাকে গাদির মহান্ত করিলেন। তারপর গুজরাটে প্রবেশ করিয়া সেবা স্থাপন করিলেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিমালে—

আপনি চলিয়া পুনঃ গুজরাট গিয়া। সেবার শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা ॥
শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশিলা।
প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়িয়া আখ্যান ॥

কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী গুজরাটে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তাহাই 'বড় গৌড়িয়া গাদি' নামে বিখ্যাত। পরে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী পাঞ্জাবে ওলয়া গ্রামে আসিয়া বহু শিষ্য করতঃ সেবা স্থাপন করেন। তথায় জনার্দ্দন নামক এক বিপ্রকে শিষ্য করিয়া তাহাকে গাদির মহান্ত করেন। পরে জনার্দ্দন নিজের ছোট ভাই শ্রীশ্যামজী গোসাঞিকে গাদির মহান্ত করিয়া সিন্ধুদেশে গমন করতঃ

বিভিন্ন জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে বহু শিষ্য করিলেন। এইভাবে পশ্চিমদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রেম প্রচারিত হইল। শেষ জীবনে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী সর্ব্ব ত্যাগ করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বড় গৌড়িয়া গাদি' গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ছোট গৌড়িয়া গাদি—ছোট গৌড়িয়া গাদি গুজরাটে অবস্থিত। শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীচক্রপাণি আচার্য্য এই গাদি স্থাপন করেন। চক্রপানি আচার্য্য প্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পশ্চিমদেশে প্রেম প্রচার আরম্ভ করিলেন। গুজরাটে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীর নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। উভয়ের মিলনে উভয়ে অভিভূত হইলেন। কতককাল একসঙ্গে যাপন করিয়া উভয়েই প্রভুর আদেশ পালনে ব্রতী হইলেন। কতদিন পরে চক্রপাণি আচার্য্য তথায় এক সেবা স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তমাল—

কতক দিবস পরে শ্রীল চক্রপাণি। আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণব সেবন। শিষ্য প্রশিষ্য কৈল ভক্তি বিতরণ॥
অদ্বৈত প্রভুর দয়া দিল বহুজন। শ্রীচৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্ব্বজন॥

'ছোট গড়িয়া' বলি গাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সবার সম্মতি॥
'ছোট গৌড়িয়া' আর 'বড় যে গৌড়িয়া'।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগৎ ব্যাপীয়া॥

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট বিহার কালীন শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী ও শ্রীচক্রপাণি আচার্য্য পশ্চিমদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম প্রেম প্রচার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তীর্থভ্রমণ—শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দে জন্ম গ্রহন করেন। তার মধ্যে ২৪ বৎসরকাল গৃহাশ্রমে অবস্থান, ছয় বৎসর দক্ষিণ-পশ্চিমাদি দেশ পরিভ্রমণ ও অষ্টাদশ বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থান করেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যখণ্ডে ১ম পরিচ্ছেদে—

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। ০ ০ ০ ০ ০

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান। ০ ০ ০ ০ ০

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥

অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।

আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনদিন রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করতঃ ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। তথা হইতে নীলাচলে গমন করেন। প্রভু শান্তিপুর হইতে গঙ্গাতীরে পথে আঠিসারা—ছত্রভোগ—রেমুনা—যাজপুর—কটক ভুবনেশ্বর—কমলপুর—আঠারনালা হইয়া জগন্নাথে গমন করেন। প্রভু ক্ষেত্রধামে তিন মাস অবস্থান করিয়া বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে গমন করেন।

তথাহি—তত্রৈব—৭ম পরিঃ—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।

প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্য গীত কৈল॥

চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌমে বিমোচন।

বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দ কড়চায়—

তিনমাস কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।

পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই॥

তারপর বৈশাখের সপ্তম দিবসে। দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥

১৪৩১ শাকের ৭ই বৈশাখ প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে রওনা হন। দক্ষিণ যাত্রাকালে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ কালিয়া কৃষ্ণদাসকে সঙ্গীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আর শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চার মতে গোবিন্দ কর্ম্মকার ও কৃষ্ণদাস দুজনেই সঙ্গে গিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীগোবিন্দ কড়চায়—

দক্ষিণ যাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর। সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে। যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥

প্রভু আলাল নাথ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পারিষদগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। মাত্র তিনজনে চলিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়। তিন জনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দ কর্ম্মকার ও কালিয়া কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া দুই বৎসরকাল দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করেন।

অথ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত উক্ত দক্ষিণ ভ্রমণ

শ্রীজগন্নাথ—আলাল নাথ—কুর্ম্মস্থান—জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র—গোদাবরী তীর (১০ দিন) গোমতী গঙ্গা—মল্লিকার্জ্জুন তীর্থ (মহেশ) দাসরাম মহাদেব—অহোবল নৃসিংহ—সিদ্ধবটস্থ সীতাপতি—(স্কন্দ মূর্ত্তি) ত্রিমঠস্থ ত্রিবিক্রম পুনঃ সিদ্ধ বট—বৃদ্ধ কাশী—(শিব) ত্রিপদী ত্রিমল্ল (চতুর্ভুজ মূর্ত্তি) বৈঙ্কটার — ত্রিপদী (রাম) পানা নৃসিংহ —(নৃসিংহদেব) শিবকাঞ্চী—(শিব)—বিষ্ণুকাঞ্চী—(লক্ষ্মীনারায়ণ)—ত্রিমল্ল—ত্রিকাল হস্তী—পঞ্চতীর্থ (শিব) —বৃদ্ধকোল—শ্বেত বরাহ—পীতাম্বর শিব—শিয়ালী—ভৈরবী—কাবেরী তীর গোসমাজ শিব—বেদাবন—অমৃত লিঙ্গ শিব—দেবস্থান (বিষ্ণু) — কুম্ভকর্ণ কপাল সরোবর — শিব ক্ষেত্র—পাপনাশন বিষ্ণু—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (চারিমাস ভট্টগৃহে) ঋষভ পর্বত —শ্রীশৈল (তিন দিন) কামকোষ্ঠি—দক্ষিণ মথুরা—কৃতমালা—দুর্ব্বেসন—মহেন্দ্র শৈল (পরশুরাম)—সেতুবন্ধ ধনুতীর্থ (রামেশ্বর দর্শন)—পুনঃ দক্ষিণ মথুরা—পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী—(নয় ত্রিপদী)—চিয়ড়তালা (শ্রীরাম লক্ষ্মণ)—তিলকাঞ্চী (শিব)—গজেন্দ্র মোক্ষন তীর্থ (বিষ্ণু)—পানাগড়ি তীর্থ (সীতাপতি) — চামতাপুর (রাম লক্ষ্মণ) — শ্রীবৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) মলয় পর্ব্বত (অগস্ত্য) — কন্যাকুমারী—আমলী তলা (রাম)—মল্লার

দেশে ভট্টমারি—তমাল কার্ত্তিক—বেতাপানি (রঘুনাথ)—পয়স্বিনী তীর—আদিকেশব মন্দির—অনন্ত পদ্মনাভ (দুই দিন) শ্রীজনার্দ্দন — পয়োষ্ণি (শঙ্কর নারায়ণ) — সিংহারি মঠ (শঙ্করাচার্য্য)—মৎস্যতীর্থ—তুঙ্গভদ্রা স্নান উড়ুপতীর্থ (মাধবাচার্য্য) — ফল্গুতীর্থ—ত্রিতকূপ বিশালায়—পঞ্চাপ্সরা—গোকর্ণ শিব—দ্বৈপায়নি—সূর্পারক তীর্থ—কোলাপুর (লক্ষ্মী) ক্ষীর ভগবতী—লাঙ্গল গণেশ—চোর পার্ব্বতি—পাণ্ডুপুর (বিঠঠল দর্শন ও ভীমরথী স্নান)—কৃষ্ণ—বেণ্বাতাপী স্নান—মাহিষ্মতিপুর—নর্মদা তীর—ধনুতীর্থ —নির্বিন্ধ্যে স্নান—ঋষ্যমুখ গিরি (দণ্ডকারণ্যে)—পম্পা সরোবরে স্নান—পঞ্চবটি নাসিক — ত্র্যম্বক—ব্রহ্মগিরি কুশবর্ত্ত গোদাবরীর উৎপত্তি স্নান—সপ্ত গোদাবরী—পুনঃ বিদ্যানগর (গোদাবরী তীর)—যে পথে গমন করিয়াছিলেন সেই পথে জগন্নাথে প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্রীগোবিন্দের করচা ধৃত দক্ষিণ ভ্রমণ।

জগন্নাথ—আলালনাথ—গোদাবরী তীরে (১০ দিন)—ত্রিমন্দনগর—পন্থগুহা—সিদ্ধ বটেশ্বর (৭ দিন) হইতে ২০ মাইল জঙ্গল মুন্নানগর হইতে দক্ষিণে বেঙ্কটনগর—(তিন দিন)—বগুনাবন (৩ দিন) হইতে তিন ক্রোশ গিরীশ্বর (২ দিন)—ত্রিপাদীনগর (রামচন্দ্র)—পান্না নরসিংহ—বিষ্ণুকাঞ্চী (লক্ষ্মীনারায়ণ)—ভদ্রাবতী নদীতীরে পক্ষগিরি হইতে পাঁচ ক্রোশ কালতীর্থ (বরাহদেব) হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধিতীর্থ (নন্দা ও ভদ্রা নদীর মিলন স্থল)—চাঁইপল্লী (শৃগালী ভৈরবী) কাবেরী তীর—নাগরদেশ (রাম লক্ষ্মণ) (তিন দিন)—তাঞ্জোরনগর—চণ্ডালু পর্ব্বত পদ্মকোট (অষ্টভুজা ভগবতী)—ত্রিপাত্র নগর (চণ্ডেশ্বর শিব)—(৭ দিন) পথে ঝারিবন পঞ্চাশ যোজন একপক্ষে অতিক্রম—রঙ্গধাম (নরসিংহ মূর্ত্তি) — ঋষভ পর্বত—রামনাথ নগর—রামেশ্বর (তিন দিন সেতুবন্ধে)—বামে—মাধ্বিবন (সাত দিন)—তম্বকুণ্ডী—তাম্রপনী (মাঘী পূর্ণিমা তিথি)—কন্যাকুমারী—সাঁতাল পর্বত—ত্রিবঙ্কু দেশ—রামগিরি—পয়োষ্ণি—মৎস্যতীর্থ—কাচাড় (ভগবতী)—ভদ্রানদী — নাগপঞ্চপদী (তিন দিন)— চিতোল—

তুঙ্গভদ্রাতীর—কাবেরীর জন্মস্থান কোটিগিরি— চণ্ডপুর—কাণ্ডার দেশ—গুর্জ্জরীতে অগস্ত্যকুণ্ড—বিজাপুর পর্বত—সহ্যকুলাচল—পূর্ণনগর—অচ্ছসর জলাসয় — পাটসগ্রাম (ভোলেশ্বর দেবলেশ্বর) — বিজুরীনগর—চোরানন্দীবন — মূল্লানদীর পরে খণ্ডলা—নাসিক নগর—পঞ্চবটী—দমন নগরী—তাপতী নদী হইতে নর্ম্মদার তীরে ভঁরোচনগর—বরোদানগরী—(ডাঁকোরজী ঠাকুর)—পশ্চিম গমনে মহানদী পার আমেদাবাদ নন্দিনী বাগানে বিশ্রাম শুভ্রামতী নদী —ঘোগাগ্রাম— জাফরাবাদ—সোমনাথ—জুনাগড়—গৃনারগিরি—ভদ্র নদী তীর—নদী পার ধন্বিধর ঝারি ৭ দিনে অতিক্রম করিয়া অমরাপুরী গোপীতলা—(ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে) —দ্বারকা (১ লা আশ্বিনে গমন একপক্ষ কাল অবস্থান)—গুজরাট—বরদা নগর (আশ্বিনের শেষ দিনে)—নর্ম্মদাতীর (বরদা হইতে দক্ষিণে ষোল দিনের পথ)—দোহদনগর (নর্ম্মদার ধারে ধারে গিয়া)—কুক্ষানগর—আমঝোরা (দুই দিন জঙ্গল পথে) — লক্ষণ কুণ্ড — বিন্ধ্যাগিরির উপর মন্দুরানগর—দবঘর — শিবানীনগর (ত্রিশ ক্রোশ দূরে) —মলয় পর্ব্বত (২ দিন পথ) —চণ্ডীপুর—রায়পুর—বিদ্যানগর —রত্নপুর (উত্তর ভাগে ছয় দিনে)—মহানদীর ধারে ধারে পূর্ব্বভাগে স্বর্ণগর—সম্বলপুর—ভ্রমরা-নগর (দশ ক্রোশ দূরে)—প্রতাপ—নগর—দাসপালনগর—রসাল কুণ্ড—ঋষিকুল্যা নদীতীর (তিন দিন বাস)—আলালনাথ—জগন্নাথ।

তথাহি—

"মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পেঁছায় ॥"

দক্ষিণ ভ্রমণের পর তিন বৎসর ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খৃঃ) বিজয়া দশমী তিথিতে বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে গৌড়াভিমুখে রওনা হইলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান। বিজয়া দশমী দিনে করিলা প্রয়াণ॥

প্রভু নীলাচল হইতে ভবানীপুর—ভুবনেশ্বর—কটক (গোপাল দর্শন)—চতুঃদ্বার—যাজপুর—রেমুনা — ওড্রদেশ — মন্ত্রেশ্বর নদীপার পিছলদা — পানিহাটী—কুমারহট্ট—শিবানন্দ ভবন—বাসুদেব দত্ত ভবন—বাচস্পতি ভবন — কুলিয়া (প্রভু ওড্রদেশের পার্শ্ববর্তী যবন রাজার প্রদত্ত নৌকারোহণে কুলিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া স্থলপথে গমন করেন)—শান্তিপুর—রামকেলি—কানাইর নাটশালা—পুনঃ শান্তিপুর—কুমারহট্ট—পানিহাটী—বরাহনগর—নীলাচল। গৌড়দেশ হইতে আগমন করতঃ বর্ষা চারিমাস অতিক্রম করিয়া শরৎকালে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাহার সেবকসহ প্রভু বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

জগন্নাথ হইতে কটক ডাহিনে রাখিয়া বন পথে চলিলেন। ঝারিখণ্ড পথে কাশী — প্রয়াগ (তিন দিন) — মথুরা বৃন্দাবন (বিশ্রাম তীর্থ — আরিষ্ট গ্রামে রাধাকুণ্ড—কুসুম সরোবর—গোবর্দ্ধন—কামাবন—নন্দীশ্বর—খদির বন—শেষশায়ী—খেলাতীর্থ— ভাণ্ডীরবন—ভদ্রবন — লৌহবন—মহাবন—গোকুল) — মথুরা—অক্রুর তীর্থ—সোরাক্ষেত্র — প্রয়াগ (১০ দিন) বারানসী (২ মাস)—নীলাচল।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তি যথা—

"হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে। নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থ যাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥"

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—৭ম বিলাস—

"হাড়াই পণ্ডিত শুন মোর নিবেদন।
এক ভিক্ষা দেহ মোরে আছে প্রয়োজন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ কৈল অঙ্গীকার।
মোরে ভিক্ষা দেহ এই পুত্র যে তোমার॥
বৃদ্ধকালে মোরে লয়া তীর্থ করাইবে। সর্ব্বসুখ হবে মনে দুঃখ না ভাবিবে॥
বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা।
সেইকালে নিত্যানন্দে সঙ্গে লয়া গেলা॥

*　　*　　*　　*　　*

আপনে ঈশ্বরপুরী সেই মহাশয়। একদিন নিত্যানন্দে হাসিয়া কহয়॥
ভ্রমণ করিল তীর্থ যতেক আছয়। এ কার্য্য করব বাপু সব সিদ্ধ হয়॥
অবতীর্ণ নবদ্বীপে নন্দের নন্দন। তারে অন্বেষণ কর আনন্দিত মন॥"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া একচাক্রাধামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের ভবনে গমন করতঃ তীর্থ সেবক হিসাবে ১৪০৭ শকে প্রভু নিত্যানন্দকে চাহিয়া লইলেন এবং সঙ্গে করিয়া বহুত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর জন্ম হয়। ঐ বৎসর পৌষ মাসের প্রথমে প্রভু নিত্যানন্দ গৃহ ত্যাগ করেন।

একচাক্রা—বক্রেশ্বর—বৈদ্যনাথ—গয়া—কাশী—প্রয়াগ (মাঘে প্রাতঃ স্নান)—মথুরা(যমুনায় বিশ্রাম ঘাট—গোবর্দ্ধন—দ্বাদশ বন—গোকুল)—হস্তিনাপুর—দ্বারকা — সিদ্ধপুর (কপিল মুনির স্থান) — মৎস্য তীর্থ—

শিবকাঞ্চী — কুরুক্ষেত্র — পৃথুদক—বিন্ধ্য সরোবর — প্রভাস—(সুদর্শন তীর্থ) — ত্রিতকূপ—বিশালা—ব্রহ্মতীর্থ — চক্রতীর্থ—প্রাতস্রোতা—(প্রাচী সরস্বতী) — নৈমিষ্যারণ্য — অযোধ্যা — গুহক — চণ্ডালরাজ্য (তিন দিন)—সরযু—কৌশিকী স্নান (রামচন্দ্র গমন কৃত বন ভ্রমণ)—পুলহ আশ্রম—গোমতী—গণ্ডকী ও শৈলতীর্থে স্নান—মহেন্দ্র পর্ব্বত শিখর (পরশুরাম স্থান)—হরিদ্বার—পম্পা—ভীমরথী—সপ্ত গোদাবরী—বেন্নাতীর্থ—বিপাশায় স্নান — কার্ত্তিক দর্শন — শ্রীপর্ব্বত (এখানে শিব পার্ব্বতী স্বীয় অভীষ্ট দর্শনে প্রভূত সেবা করেন)—দ্রাবিড়—বেঙ্কটনাথ দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠিপুরী — কাঞ্চীপুরী — কাবেরী — শ্রীরঙ্গনাথ—হরিক্ষেত্র—ঋষভ পর্ব্বত—দক্ষিণ মথুরা — কৃতমালা—তাম্রপর্ণী — যমুনা উত্তরা—মলয় পর্বত (অগস্ত্য আলয়)—বদরিকাশ্রম—নন্দীগ্রাম (ব্যাসের আলয়) — বৌদ্ধভবন - কন্যাকানগর (দুর্গাদেবী) — দক্ষিণ সাগর — অনন্তপুর—পঞ্চ অপ্সরা সরোবর গোকর্ণাখ্য (শিব মন্দির)—কুলাচল—ত্রিগর্ত্তক— দ্বৈপায়নী আর্য্যা — নির্ব্বিন্ধ্যা—পয়োষ্ণী — তাপী—রেবা—মাহেষ্মতী—ধনুতীর্থ — রামেশ্বর—বিজয়নগর — মায়াপুরী—অবন্তী—গোদাবরী—জিওড় —নৃসিংহদেবপুরী — ত্রিমল্ল—কুর্ম্মনাথ— নীলাচল—গঙ্গাসাগর—মথুরা—বৃন্দ বনে আসিয়া অবস্থান করেন।

তথাহি— শ্রীপ্রেমবিলাস—

"সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি শ্রীনিত্যানন্দ রায়। চলিলেন বৃন্দ বনে আনন্দ হিয়ায় ॥
দ্বাদশ বন ভ্রমি করে কৃষ্ণ অন্বেষণ। ঈশ্বরপুরী সহ পুনঃ হইল মিলন ॥
প্রণমিয়া কহে গুরু কৃষ্ণ গেল কোথা। বলেন ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ যথা ॥"

প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সমীপে গৌরাঙ্গের প্রকটবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ নবদ্বীপে আগমন করেন। এইরূপে প্রভু নিত্যানন্দ বিংশতি বৎসর তীর্থ পরিভ্রমণ লীলা করেন।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ

শ্রীধাম শান্তিপুরে কুবের আচার্য্য ও লাভাদেবী অন্তর্দ্ধান করিলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পিতৃ-পিণ্ড-দানোদ্দেশে গয়াধামে গমন করিলেন। তথা হইতে নাভিগয়ার কার্য্য সমাধান করিয়া ক্ষেত্রপথে রওনা হইলেন। গয়া—রেমুনা (গোপীনাথ মন্দির), নাভিগয়া, জগন্নাথ, সেতুবন্ধ পথে গোদাবরী স্নান; শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কাবেরী স্নান, পাপনাশন, দক্ষিণ মথুরা, সেতুবন্ধ, ধেনুতীর্থ, মাধবাচার্য্য স্থান, দণ্ডকারণ্য দ্বারকা, প্রভাস পুষ্করাদি, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গোমুখী, পর্ব্বত, শ্রীগণ্ডকী—মিথিলা (বিদ্যাপতি সহ মিলন)—অযোধ্যা, বারানসী, প্রয়াগ—মথুরা (বৃন্দাবনে মদন গোপাল প্রকট লীলা ও দ্বাদশ বন ভ্রমণ) পরে বিশাখার চিত্রপট লইয়া শান্তিপুরে আগমন।

শ্রীশ্রীগোস্বামী গ্রন্থাবলীর আগমন বৃত্তান্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ও কৃপাশক্তি বলে শ্রীপাদ রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভুর অভিলষিত গূঢ়ভাব শাস্ত্র দ্বারে লিপিবদ্ধ করেন। কতদিনে শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের অভিলাষ পূরণের জন্য শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের দ্বারায় গ্রন্থাবলী প্রেরণ করিয়া গৌড় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ কার্ত্তিক ব্রত সমাপন কালে বৈষ্ণবগণকে একত্রিত করিয়া মহামহোৎসব করতঃ নিজ অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহাদের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ গৌড়দেশ গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ মথুরা-বাসী এক মহাজন সেবকে পত্রদ্বারা ডাকাইয়া আনিলেন এবং গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রেরণের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। তিনি গোস্বামী পাদের নির্দ্দেশ মত দুইটি গাড়ী, চারিটি বলিষ্ঠ বলদ ও দশজন বিশ্বস্ত বলিষ্ঠ লোকসহ দশদিনের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত পর্ব্ব সমাপন করিলেন এবং আপনি

সঙ্গে চলিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সমস্ত গ্রন্থ লইয়া গাড়ীতে ভরিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৩ বিলাস—

শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর। থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥
বহু লোক লৈয়া সিন্দুক আনিল ধরিয়া।
গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥
সর্বলোকের সাক্ষাতে কুলুপ দিল তার।
মোমজামায় ঘোরাইল সর্বাঙ্গে লেপটায়॥

শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ সবার নিকটে বিদায় লইয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী দিবসে গ্রন্থভর্ত্তি গাড়ি লইয়া গৌড়দেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। দশজন অস্ত্রধারী, দুই গাড়োয়ান সহ মোট পনের জন চলিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ মথুরা পর্যান্ত আসিয়া তথায় রাত্রিবাস করতঃ প্রভাতে সকলকে বিদায় দিলেন এবং মহাজন পাঠাইয়া রাজপত্র আনয়ন করতঃ অর্পণ করিলেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে ঐ রাজপত্র দেখাইয়া নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিলেন। আগ্রায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া কতদূর রাজপথে গমন করিলেন। তারপর ঝারিখণ্ডের বনপথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করিয়া চলিতে মনস্থ করিলেন। মগধ দেশ (পাটনা) বামে রাখিয়া ঝারিখণ্ড পথে চলিলেন। তারপর পঞ্চকুটির মধ্য দিয়া তমলুকে আসিলেন। তথা হইতে বন বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণু-পুর রাজ বীর হাম্বীরের দস্যুদল ছিল। এক গণক ছিল তিনি গণনার দ্বারা পূর্ব্ব হইতে রাজাকে বলিতেন। এবার তদ্রূপ ঘটিল। সন্ধান জানিয়া রাজচরগণ বহুদূর পথ হইতে পশ্চাতে অনুধাবন করিয়া গ্রহরত্ন অপহরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেই তাঁহাদের বাঞ্ছাসিদ্ধ হইল।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—৭ম তরঙ্গে—

"বনবিষ্ণুপুর হৈতে দূর দেশে গিয়া। লইল এসব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে। পঞ্চকুটি হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর পথে ॥

*　　*　　*

রাজধানী বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। বনমধ্যে বৃহৎগ্রাম আইলা সেইখানে ॥

*　　*　　*

তামড়গ্রাম—সিংভূমের চাইবাসা ষ্টেশন হইতে বাসে তামড় যাওয়া যায়। এখানে অতিপ্রাচীনকাল হইতে শ্রীশ্যাম রায়ের সেবা রহিয়াছে। তামড় হইতে পুরুলিয়ার মধ্যদিয়া রঘুনাথপুরে গোয়ালার বাথানে-গ্রন্থ লইয়া একরাত্রি ছিলেন। সেখানে প্রাচীনকাল হইতে একটি বটবৃক্ষের তলায় ছোট মন্দির আছে। তাহাকে সকলে মহাপ্রভুর-তলা বলে। পুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে বাসে রঘুনাথপুর যাওয়া যায়। মহাপ্রভুর-তলা যেস্থানে অবস্থিত তাহার বর্ত্তমান নাম লালগড় (রঘুনাথপুরের নিকট) রঘুনাথপুর হইতে বাসে বাঁকুড়া হইয়া বিষ্ণুপুর যাওয়া যায়।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে কেঁউঝেড় ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্য দিয়া পুরুলিয়া আসেন। ইটাগড়, পাৎকুণ্ড পার হয়ে রাঁচি আসেন। সেখানে জঙ্গলে আদিবাসীগণের বাস। পাহাড়ের উপর চৈতন্যপুর নামে গ্রাম। তথা হইতে তামড় আসিবার পথে বিজয়গিরি—প্রিয়াকুলি—তামড় পরে বুণ্ডু। এই সকল গ্রামে ভূমিজ জাতির মধ্যে বৈষ্ণব বেশী। যুগল বিগ্রহ সেবা আছে। বুণ্ডু গ্রামে একটি অপূর্ব্ব ঝরণা নাম রাণীচুয়া।

তামড় গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা।
তথা নিজকার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা ॥

রঘুনাথপুরের নিকট নিশাভাগে। হৈলা পরাভব সবে সে সবার আগে ॥
এবে আইলা বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে। যার যৈছে বল বুদ্ধি প্রকাশ এখানে ॥

রাজা তীর বন্দুকাদি অস্ত্রধারী ২০০ জনকে পাঠাইলে তাহারা রাজার নির্দ্দেশ মত কাহারও শরীর আঘাত না করিয়া গ্রন্থরত্ন গাড়ীসহ আনয়ন করতঃ রাজায় অর্পণ করিলেন। রক্ষকগণ নিদ্রিত হইলে রাজচরগণ অপহরণ করেন।

তথাহি—প্রেমবিলাসে—

"রাত্রিতে গোপালপুরে আসি বাসা করি।
বহু অস্ত্রধারী যাইয়া রাত্রে কৈল চুরি॥"

রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থান হইতে রাজার চরগণ গ্রন্থ অপহরণ করেন। এইভাবে গোস্বামী গ্রন্থ অপহৃত হইলে বিরহাক্রান্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য সঙ্গীগণকে দেশে পাঠাইলেন এবং পত্র লিখিয়া শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে এই নিদারুণ কাহিনী জানাইলেন। তারপর নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বিদায় দিয়া অনাহার অনিদ্রায় বিরহ ব্যাকুল চিত্তে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে দশম দিবসে রাজকর্ম্মচারী দেউলী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভের সমীপে গ্রন্থ অপহরণকারীর সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে রাজসভায় গমন করতঃ স্বপ্রভাবে রাজাকে দলন করিয়া গ্রন্থরাজী উদ্ধার করেন এবং রাজাকে শিষ্য করতঃ তাহার সহায়তায় গৌড়দেশে গোস্বামী গ্রন্থ প্রচার করেন। এইভাবে গোস্বামী গ্রন্থাবলী গৌড়দেশে আনীত হইলে গৌড়দেশবাসী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি রসের ঐতিহ্য সম্যক উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন।

জেলাভিত্তিক শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ

পশ্চিমবঙ্গের তীর্থাবলী

চব্বিশ পরগণ— ১। অম্বুলিঙ্গ, ২। আঠিসারা, ৩। এড়িয়াদহ, ৪। সুখচর, ৫। কুমারহট্ট, ৬। খড়দহ, ৭। পানিহাটী, ৮। বরাহনগর, ৯। সাঁইবোনা, ১০। বেনাপোল।

নদীয়া— ১ কাঁচড়াপাড়া, ২। চাকুন্দী, ৩ দোগাছিয়া, ৪। নবদ্বীপ, ৫। পালপাড়া, ৬। ফুলিয়া, ৭। বড়গাছি, ৮। বিল্বগ্রাম ৯। বিষ্ণুপুর, ১০। যশোড়া, ১১। শান্তিপুর, ১২। শালিগ্রাম, ১৩। সুখসাগর, ১৪। সরডাঙ্গা সুলতানপুর, ১৫। হরিনদীগ্রাম।

হুগলী—১। অনন্তনগর, ২। আকনা মাহেশ, ৩। খানাকুল, ৪। গোপালনগর, ৫। গৌরাঙ্গপুর, ৬। গুপ্তিপাড়া, ৭। গৌরহাটী ৮। চাতরাবল্লভপুর, ৯। জিরাট, ১০। তড়াআঁটপুর, ১১। দ্বীপাগ্রাম, ১২। বিক্রমপুর, ১৩। ভেতুয়াগ্রাম, ১৪। ভঙ্গমোড়া, ১৫। ভাঙ্গামঠ, ১৬। মালীপাড়া, ১৭। রাধানগর, ১৮। সপ্তগ্রাম, ১৯। হেলালগ্রাম, ২০। শ্বোড়ালু, ২১। কৃষ্ণনগর, ২২। বিল্লোক।

বর্দ্ধমান—১। অগ্রদ্বীপ, ২। আকাই হাট, ৩। আমাইপুরা, ৪। আম্বুয়ামুলুক, ৫। উদ্ধারণপুর, ৬। কালনা, ৭। কাটোয়া, ৮। কুলীনগ্রাম, ৯। কুলাই, ১০। কোগ্রাম, ১১। কাঁদরা, ১২। কাঞ্চননগর, ১৩। কেতুগ্রাম, ১৪। শ্রীখণ্ড, ১৫। গোপালপুর ১৬। ঘোরাঘাট, ১৭। ঝামটপুর, ১৮। টেঞাবৈদ্যপুর, ১৯। তকিপুর, ২০। দেন্নুড়, ২১। ধামাশ, ২২। নন্দাপুর, ২৩। নৈহাটী, ২৪। পাতাগ্রাম, ২৫। বাঘ্নাপাড়া, ২৬। বাইগন-কোলা, ২৭। বেলুন, ২৮। মঙ্গলকোট, ২৯। যাজিগ্রাম, ৩০। শীতলগ্রাম, ৩১। সাঁচড়া-পাঁচড়া, ৩২। কৈয়ড়, ৩৩। চম্পহট্ট, ৩৪। মামগাছি, ৩৫। পানাগড়।

মুর্শিদাবাদ—১। কুমারনগর, ২। গাম্ভীলা, ৩। কাঞ্চনগড়িয়া, ৪। গোয়াস, ৫। গোমাঞ্জি, ৬। দেবগ্রাম, ৭। বুধরি, ৮। বোরাকুলি, ৯। বাহাদুরপুর, ১০। বুঁধইপাড়া, ১১। ভরতপুর ১২। মালিহাটী, ১৩। মীর্জাপুর ১৪। টগরা, ১৫। মহুলা, ১৬। রায়পুর, ১৭। রেঞাপুর, ১৮। সৈদাবাদ।

মেদিনীপুর—১। আলমগঞ্জ, ২। কেন্দুঝুরী, ৩। কাশীয়াড়ী, ৪। গোপীবল্লভপুর, ৫। গড়বেতা, ৬। তমলুক, ৭। দণ্ডেশ্বর, ৮। ধারেন্দা বাহাদুরপুর ৯। নারায়ণগড়, ১০। নৃসিংহপুর

১১। নৈহাটী, ১২। পাকমালাটি, ১৩। পিছলদা, ১৪। বান-পুর ১৫। বড়কোলা, ১৬। বড় বলরামপুর, ১৭। বলরামপুর, ১৮। বসন্তপুর, ১৯। মথুরাগ্রাম, ২০। রাধানগর, ২১। রোহিনী ২২। রাজগড়, ২৩। শ্রীজংহ, ২৪। শ্যামানন্দপুর, ২৫। হিজলী, ২৬। বগড়ী।

বীরভূম—১। একচাক্রা, ২। বীরচন্দ্রপুর, ৩। কুণ্ডলীতলা, ৪। জলুন্দী, ৫। মঙ্গলডিহি।

বাঁকুড়া—১। দেউলি, ২। বিষ্ণুপুর ৩। মহিনামুড়ি।

মালদহ—১। জঙ্গলী টোটা, ২। রামকেলি, ৩। মালদহ।

হুগুড়া—১) সোনাতলা।

॥ বাংলাদেশের তীর্থাবলী ॥

রাজসাহী—১) আরোড়া, ২) প্রেমতলী, ৩) খেতুরী, ৪) পাছপাড়া ৫) রাজমহল।

যশোহর—১) তালখড়ি, ২) হালদা মহেশপুর, ৩) বোধখনা, ৪) ফতেয়াবাদ।

চট্টগ্রাম—১) চক্রশাল, ২) বেলেটি।

ঢাকা—১) স্বর্ণগ্রাম, ২) বেতুল্যা, ৩) কাষ্ঠকাঠা।

শ্রীহট্ট—১) নবগ্রাম, ২) পানাতীর্থ, ৩) বড়গঙ্গা, ৪) ভিটাদিঘা, ৫) শ্রীহট্ট।

খুলনা—১) বুঢ়ন।

বগুড়া—১) গোপীনাথপুর।

ফরিদপুর—১) ফরিদপুর।

॥ আবেদন ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামনি, তার হয় ব্রজ ভূমে বাস ॥

ব্রজমণ্ডল গৌড়মণ্ডল অভিন্ন, ব্রজ পার্ষদ বৃন্দ গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বভাব অনুরাগে লীলাবিলাস করতঃ গৌড়মণ্ডলকে ব্রজ মণ্ডল সদৃশ মহামহিম তীর্থ ভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। অগনিত পার্ষদ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিলাস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে রয়েছে সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেবের পদরেণু বিভূষিত লীলাভূমি। বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের শৌচা দেশে শৌচ্য কুলে অগণিত পার্ষদকে প্রকট করাইয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করতঃ তাঁহাদের মহিমার কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপনা করিয়াছেন। প্রায় তিনশত বৎসর যাবৎ মহামহিম পুরুষগণের মহিমত্বে প্রভূত তীর্থ ভূমির প্রকাশ ঘটেছে। যাহা জাতীয় সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্ম কীর্ত্তির ধারক ও বাহক। আর শুদ্ধাভক্তি কামী ভক্তবৃন্দের আধ্যাত্ম চিন্তাধারা স্ফুরণের সহায়ক। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই সকল মহামহিম গৌরাঙ্গ পার্ষদ বৃন্দের মহিমার কীর্ত্তি গুলি লোক সমাজে প্রতিভাত করিবার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। শাস্ত্রদৃষ্টে ও ভক্ত মুখে শ্রুত হইয়া যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইহা ভিন্ন যে সকল তীর্থ ভূমি অদ্যাপিও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে। তাহার বিবরণ পাঠাইলে আমার অভিলাষের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তৎসঙ্গে পরাম্পরা ক্রমে অগণিত গৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গের অপ্রাকৃত মহিমা বাণী সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। তাই সুধী ভক্ত মণ্ডলী সমীপে একান্ত আবেদন, আপনাদের অঞ্চলে বিরাজমান তীর্থ ভূমির মহিমা ও বিশেষ পরিচিতি পাঠিয়ে এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণে সহায়তা করুন।

যোগাযোগ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী।

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য ভিক্ষা—সাত টাকা (শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(একশত আটজন বৈষ্ণব সাহিত্য লেখকগণের পরিচিতি। ভিক্ষা—দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন—প্রথম খণ্ড (চল্লিশ টাকা), দ্বিতীয় খণ্ড (কুড়ি টাকা)। (প্রথম খণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ। শাস্ত্রীয় প্রমানে স্থান মাহাত্ম্য বিভিন্ন তীর্থের ফটো সন্নিবেশিত রহিয়াছে) দ্বিতীয় খণ্ডে পাটনির্ণয় (রামগোপাল) পাট পর্য্যটন (অভিরাম দাস) গ্রন্থদ্বয়, বাংলার বাহিরের বৈষ্ণব তীর্থ ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ) ৫ গৌরভক্তামৃত লহরী—পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গের পার্ষদবর্গের জীবনী মূলক গ্রন্থ। অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি পত্রাদি হইতে সংগৃহীত বহুত অজ্ঞাত পরিচয় গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের জীবন চরিত (১, ২, ৩, খণ্ড) ষাট টাকা (৪, ৫, ৬, ৭ খণ্ড) ষাট টাকা (৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা ১০ খণ্ড যন্ত্রস্থ। ৬। নিত্যানন্দ চরিতামৃত—ভিক্ষা কুড়ি টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত) ৭। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—ভিক্ষা বার টাকা। (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী) ৮। অভিরাম লীলামৃত—ভিক্ষা ত্রিশ টাকা (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে নবদ্বীপে এসে 'অভিরাম গোপাল' নাম ধরলেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী) ৯। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—ভিক্ষা সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মাহাত্ম্যসহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর বিবরণ) ১০। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপর্যয় তথা শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তিধর্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস), ১১। সীতাদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ—ভিক্ষা চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনী সহ), ১২। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ—ভিক্ষা চার

টাকা (সখ্যভাবাশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি প্রাচীন গ্রন্থ), ১৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—ভিক্ষা দশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদের বিরচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য সঙ্গীতাদি গ্রন্থাবলীর তালিকা, গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ও লিখনকালাদি আলোচিত রহিয়াছে), ১৪। সাধক স্মরণ—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (ভক্তি সাধক গণের সহায়ক স্তব, স্তোত্র, অষ্টক, প্রণাম কীর্ত্তনাদি), ১৫। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গগণো-দ্দোশাবলী—ভিক্ষা (১ম খণ্ড) পনের টাকা, (২য় খণ্ড) পাঁচ টাকা (১ম খণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ লঘু ও বৃহৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্বাবতার বিষয়ক কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীরামাই পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা সম্বলিত), ১৬। শ্রীনিত্যভজন পদ্ধতি—(১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা (বৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, অষ্টক প্রণাম কামবীজার্থ বৈষ্ণব সদাচর নিশান্ত—ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অধিবাসাদি কীর্ত্তন। নিকুঞ্জরহস্য স্তবাদি বর্ণিত রহিয়াছে), ১৭। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য—ভিক্ষা সাত টাকা, ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (গায়ত্রীসহ শ্রীগুরু পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি), ১৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ ভিক্ষা ছয় টাকা ২০। শ্রীঅনুরাগবল্লী—ভিক্ষা সাত টাকা (শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিতমূলক গ্রন্থ) ২১। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (রাধাকৃষ্ণ মিলনে গৌর স্বরূপ ও গৌরাঙ্গের জন্ম রহস্য)—ভিক্ষা ছয় টাকা। ২২। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা, ২৩। শ্যামানন্দ প্রকাশ—(প্রভু শ্যামানন্দের জীবন চরিত)—দশ টাকা ২৪। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয়—(দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা মূলক) পাঁচ টাকা, ২৫। প্রার্থনা ও প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা—দশ টাকা ২৬। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক প্রাচীন পদাবলী)—বার টাকা ২৭। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—সাত টাকা (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়) ২৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—কুড়ি টাকা (প্রাচীন গ্রন্থ সমন্বয়ে) ২৯। চৈতন্য কারিকায় শ্রীরূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা (ভক্তিধর্ম্ম বিরোধী শ্রীরূপ

কবিরাজের জীবন চরিত) ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয়—পঁচিশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ) ৩১। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব - পাঁচ টাকা (প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডোৎসব লীলা বৈচিত্র) ৩২। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোবা—সাত টাকা (ইংরাজী) ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)। ৩৪। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ—দুই শতাধিক প্রাচীন বৈষ্ণব পদাকর্ত্তার জীবনী সহ সমগ্র পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ড—কুড়ি টাকা (খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের বিরচিত) ২য় খণ্ড—ষাট টাকা (নরহরী চক্রবর্ত্তী গৌরলীলাপদ) ৩য় খণ্ড—চল্লিশ টাকা (নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণ লীলাপদ) ৪র্থ খণ্ড—ত্রিশটাকা (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী গৌর ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ) ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া —শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন লীলার ধারক ও বাহক লীলা কীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি মূলক একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ১ খণ্ড—চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা ৩য় খণ্ড—ত্রিশ টাকা ৩৬। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—(দুই শতাধিক বৈষ্ণব পদাবলী লেখকগণের বিশেষ পরিচিতি)— ত্রিশ টাকা ৩৭। মনঃশিক্ষা—(শ্রীপ্রেমানন্দ দাস বিরচিত) ভিক্ষা— দশ টাকা ৩৮। রসিক মঙ্গল— (প্রভু শ্যামানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ প্রভু রসিকানন্দের জীবনী মূলক প্রাচীন গ্রন্থ) প্রথম খণ্ড—পঁচিশ টাকা ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ৩৯। শুভাগমনী স্মরনীকা—ভিক্ষা—এক টাকা ৪০। পঞ্চশত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ—ভিক্ষা—পাঁচ টাকা ৪১। শ্রীচৈতন্য শতক —গৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য বিরচিত। ভিক্ষা— সাত টাকা ৪২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ— (বৈষ্ণব ইতিহাসের গবেষনা প্রসূত প্রভূত তথ্য সমন্বিত—চল্লিশ টাকা ৪৩। অষ্টকালীন স্মরনের ক্রম বিন্যাস—শ্রীরাধা গোবিন্দের নিশান্ত কাল হইতে নিশান্ত লীলা পর্যন্ত অষ্টকালীন লীলার ঘটনা প্রক্রমসহ সময় কাল অর্থাৎ ঘন্টা ও মিনিট নিরূপন করা রহিয়াছে। —সাত টাকা। ৪৪। অদ্বৈত প্রকাশ —(অদ্বৈত প্রভুর গৃহ পালিত পুত্র ও শিষ্য শ্রীঈশান নগর কর্ত্তৃক বিরচিত অদ্বৈত প্রভুর আজন্ম—অন্তর্দ্ধান পর্যন্ত জীবনী কাহিনী মূলক গ্রন্থ) যন্ত্রস্থ

প্রকাশিত পত্রিকাদ্বয়— ● শ্রীপাদঈশ্বরপুরী ●

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য জগতের এক অভিনব অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিণী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভূত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ঐতিহাস, সাহিত্য ও দার্শদিক চিন্তাধারার পরিপূরক ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই সে সকল অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিভাত করিবার জন্য এই "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থ ও গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রভূত প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হইয়া প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করুন। সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

*** বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ***

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিত কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্ত বৃন্দের পরম ও চরম উপাদেয় বস্তু। পদাবলী সাহিত্যের বর্ণন যেন সাধক ও পাঠকবৃন্দকে শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনের এক জীবন্ত রূপরেখা প্রদান করিয়াছে। রস সাস্ত্রের নিগুঢ় রস নির্য্যাসই পদাবলী সাহিত্য। সেই সকল দুষ্প্রাপ্য পদ গুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে। পত্রিকাকারে পাঁচ বর্ষকাল প্রকাশনা চলিতেছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।

যোগাযোগ— **শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী** ☎ ৫৮৫০৭৭৫

শ্রীচৈতন্যডোবা। পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

দর্শনে আসুন
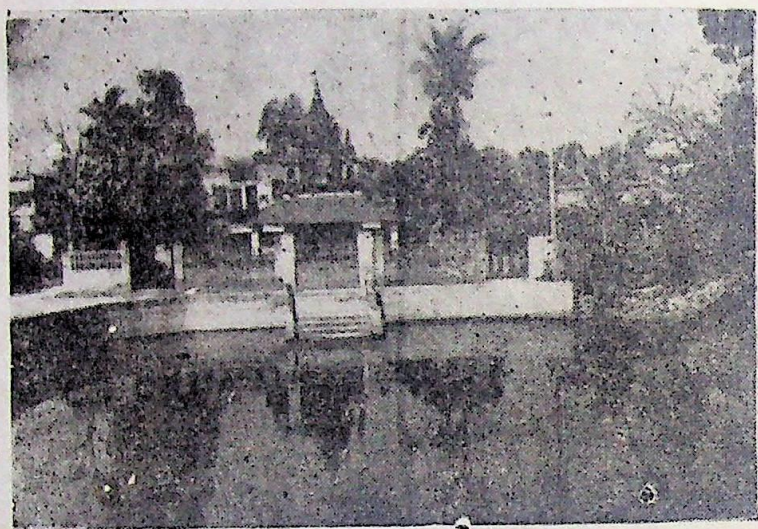
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

প্রভু বলেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা - রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫ নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা - শ্যামবাজার - বারাকপুর হইতে ৮৫ নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।